পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 353 Saturday, 28 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৫৩ সংখ্যা ✱ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, শনিবার, ২৮ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে হাওড়ার সাঁকরাইল থানায় দায়ের হওয়া একটি পুরনো মামলা প্রত্যাহার করে নিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টে রাজ্যের তরফে মামলা প্রত্যাহারের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা পড়ার পর বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাস মামলাটির নিষ্পত্তি করে দেন। এর ফলে দীর্ঘ চার বছরের আইনি টানাপোড়েনের অবসান ঘটল। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে হাওড়ার সাঁকরাইল থানায় শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। সেই এফআইআর-কে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই আইনি লড়াই চলছিল। পরবর্তীতে ২০২৫ সালে ওই এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সেই সময় মামলার শুনানি শেষে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন আইনি রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের এজলাসে মামলাটির শুনানি ছিল। শুনানি চলাকালীন রাজ্য সরকারের তরফে আদালতে একটি ফাইনাল রিপোর্ট পেশ করা হয়। ওই রিপোর্টে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, ২০২২ সালের সাঁকরাইল থানার মামলাটি রাজ্য সরকার প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। রাজ্যের এই অবস্থান জানার পরই বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাস মামলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘোষণা করেন।

উচ্চ মাধ্যমিকে রেজাল্টে জেলার জয়জয়কার, প্রথম স্থানে নদিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ ঘোষণা করা হল উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের ফলাফল। পূর্ব ঘোষণা মেনেই পরীক্ষা শেষের ৪৪ দিনের মাথায় প্রকাশ করা হল রেজাল্ট। সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ফল ঘোষণা করল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। শুক্রবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ শুরু হয় সাংবাদিক সম্মেলন। পরীক্ষার ফল ঘোষণা করেন শিক্ষা সংসদের সভাপতি অসিত কুমার মণ্ডল। তিনি জানান, তৃতীয় সেমেস্টারের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে না। তৃতীয় এবং চতুর্থ সেমেস্টার মিলিয়েই উচ্চ মাধ্যমিকের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের এই তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২১ সেপ্টেম্বর। ১৪ অক্টোবর শেষ হয় পরীক্ষা। তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষায় চলতি বছরে মোট ৭,১৮,৪৬৭ জন পরীক্ষার্থী নাম নথিভুক্ত করেছিল। মূল পরীক্ষা দিয়েছে ৭,০৫, ৩২১ জন। এর মধ্যে ছেলে ৩,১০,৯৯৬ জন এবং মেয়ে ৩,৯৪,৩২৫ জন। ছেলেদের পাশের হার ৪৪.০৯ শতাংশ। মেয়েদের ক্ষেত্রে শতকরা হিসেব

● এরপর ৬ পাতায়...

সব রাজ্যের সাংসদ বাড়বে ৫০ শতাংশ!

২০৫১ পর্যন্ত বদলাবে না সংখ্যা

ডিলিমিটেশন বিলের সংশোধনীতে সায় মন্ত্রিসভার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বরঃ আগামী সপ্তাহে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ডিলিমিটেশন (আসন পুনর্বিন্যাস) বিল পাস করাতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি



গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে, যেখানে দেশের প্রতিটি রাজ্যে সমানুপাতিক হারে লোকসভার আসন ৫০ শতাংশ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। নতুন এই সংশোধনী অনুযায়ী, রাজ্যগুলির মধ্যে আসন বণ্টনের এই কাঠামো আগামী ২৫ বছরের জন্য, অর্থাৎ ২০৫১ সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত বা স্থগিত রাখা হবে। সব রাজ্যে ৫০ শতাংশ হারে লোকসভার আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব এনে কার্যত জনগণনার সঙ্গে আসন পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ার সরাসরি যোগসূত্র ছিন্ন করল কেন্দ্র। সংসদে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার বিষয়টি যেহেতু এই আসন পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত, তাই সংশোধিত ডিলিমিটেশন বিলটি আগামী সপ্তাহেই সংসদে পেশ করতে চলেছে সরকার। বাদল অধিবেশনের বর্ধিত অংশ হিসেবে আগামী ৩০ নভেম্বর সংসদের এই বিশেষ সংক্ষিপ্ত অধিবেশন ডাকা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই বিলের ফলে লোকসভার মোট আসন সংখ্যা বেড়ে ৮৫০-এ পৌঁছবে। উল্লেখ্য, এর আগে গত এপ্রিল মাসে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে কেন্দ্র 'সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল' পেশ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী জনগণনার সঙ্গে আইনটি কার্যকর করার শর্ত যুক্ত থাকায় ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের আপত্তিতে সেবার বিলটি পরাজিত হয়। মোদি সরকারের আমলে সংসদে কোনও বিল পরাজিত হওয়ার সেটিই ছিল প্রথম ঘটনা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই নতুন সংশোধনী দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির একটি বড় আশঙ্কা দূর করতে চলেছে। এতদিন দক্ষিণী রাজ্যগুলির অভিযোগ ছিল, জনগণনার ভিত্তিতে আসন

● এরপর ৬ পাতায়...

রাজ্যের খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ জানাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ অবশেষে রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের নতুন দিন ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নতুন সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৫ ডিসেম্বর সংশোধিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। এর আগে দু'বার এই তালিকা প্রকাশের সূচি পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং 'অনিবার্য পরিস্থিতি'র কারণ দেখিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে পুরো প্রক্রিয়াটি স্থগিত রাখা হয়েছিল। এর ফলে রাজ্যে ভোটার তালিকা প্রকাশ আদৌ কবে হবে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক মহলে বেশ সংশয় তৈরি হয়েছিল। নতুন সূচি ঘোষণার মাধ্যমে সেই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া বিস্তারিত সময়সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত ভোটকেন্দ্রগুলির আসন



বা সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। এরপর ১৫ ডিসেম্বর সংশোধিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকে আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত কোনও ভোটার তাঁর নাম তোলা, বাদ দেওয়া বা সংশোধন সংক্রান্ত কোনও দাবি কিংবা আপত্তি জানাতে পারবেন। জমা পড়া সেই সমস্ত দাবি এবং আপত্তির নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে ২০২৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। সমস্ত যাচাই ও নিষ্পত্তি পর্ব মিটে যাওয়ার পর ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। খসড়া তালিকায় নাম, ঠিকানা বা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্যে কোনও রকম ভুলভ্রান্তি থাকলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই ভোটাররা সংশোধনের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে কমিশন। এদিকে, ভোটার তালিকাকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করতে ইতিমধ্যেই একটি কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, যে সমস্ত ভোটারের তথ্যের ক্ষেত্রে কোনও অমিল বা অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, বুথস্তরের আধিকারিক বা বিএলও-দের সরাসরি তাঁদের বাড়িতে গিয়ে সরেজমিনে তথ্য যাচাই করতে হবে। এবারের সংশোধন প্রক্রিয়ায়

● এরপর ৬ পাতায়...

আপাতত বিরোধী দলনেতা নন ঋতব্রত! সিদ্ধান্ত নেবেন স্পিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ আপাতত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা নন। তাঁর আর্জি খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে বিধায়ক আখরুজ্জামানের মুখ্য সচেতক পদে নিয়োগের সিদ্ধান্তও আপাতত খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিতর্কের নিষ্পত্তি করতে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোসকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার এবং আগামী ১০ দিনের মধ্যে নতুন নির্দেশ জারি করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের প্রার্থী শোভনদেবের পরিবর্তে ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা নিয়োগের সিদ্ধান্তকে আইনসম্মত নয় বলে উল্লেখ করেছে আদালত। একই সঙ্গে বিধানসভার স্পিকারকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে যুক্তিসম্মত কারণ-সহ নতুন করে সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য এর আগে সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছিল।



সেই নির্দেশের পরেই মামলাটির শুনানিতে এই সিদ্ধান্ত জানাল রাজ্যের উচ্চ আদালত। বিধানসভা ভোটে ৮০টি আসন জিতেছিল তৃণমূল। মমতা ঠিক করেন প্রবীণ নেতা তথা বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করা হবে। ৯ মে একটি চিঠি দেওয়া হয় তৃণমূলের তরফে। অভিযোগ, তার ভিত্তিতে স্পিকার কোনও পদক্ষেপই করেননি। পরে ওই চিঠিতে বিধায়কদের সই জাল করার অভিযোগ তোলেন দলের অন্য বিধায়ক ঋতব্রত এবং সন্দীপন। সেই প্রেক্ষিতে দলবিরোধী কাজের জন্য ১ জুন বহিষ্কার করা হয় তাঁদের। এর পর ৩ জুন বহিষ্কৃত সেই ঋতব্রতকেই বিরোধী দলনেতা বেছে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ বিধায়করা স্পিকারকে আর একটি চিঠি দেন। স্পিকার সেই চিঠির ভিত্তিতে পদক্ষেপ করেন এবং ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা ঘোষণা করেন। এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন শোভনদেব। এই মামলার গত শুনানিতে কী কারণে ৭৮ জনকে গুরুত্ব না দিয়ে ৫৬ জনের প্রস্তাব গ্রহণ- এই প্রশ্ন তুলেছিল হাইকোর্ট। অন্যদিকে, বিচারপতি পুরো প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতা এবং স্পিকারের পদক্ষেপ নিয়ে একাধিক অত্যন্ত কঠিন ও তীক্ষ্ণ প্রশ্ন

● এরপর ৬ পাতায়...

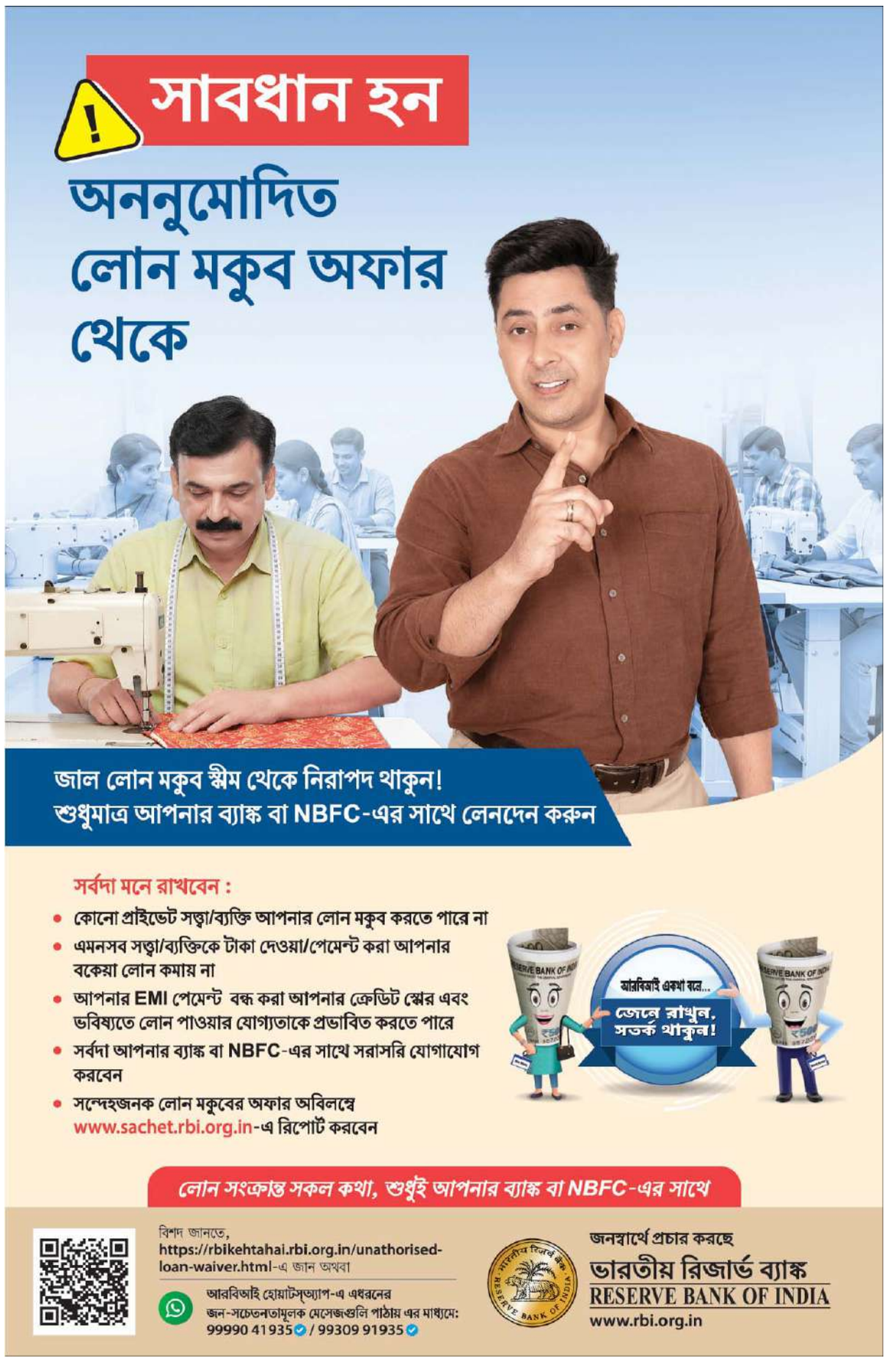
'চিকিৎসার জন্য আর ভিনরাজ্যে নয়'

রাজ্যে আরও ৪ মেডিক্যাল কলেজ, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৭ নভেম্বরঃ দুর্গাপুরে নতুন ক্যানসার হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, পরিবেশ দূষণ এবং একাধিক স্বাস্থ্য প্রকল্প নিয়ে বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের অনুষ্ঠানে ডক্টর সত্যজিৎ বসু ও তাঁর গোটা টিমকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ করে জনসেবার ওপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, দুর্গাপুরের এই উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ তথা পশ্চিমাঞ্চলের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক, যেখানে আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি সেবাপরায়ণতাও যুক্ত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী সোমাত্মানন্দজি মহারাজ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়-সহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং সাংসদরা। এছড়াও ছিলেন সরকারি আধিকারিকরা। শুভেন্দু জানান, আগামী দিনে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সরকারি ও বেসরকারি, উভয় ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে। বাজেটে ঘোষিত মেডিকেল কলেজ এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। স্বাস্থ্য প্রকল্পের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমার মাধ্যমে রাজ্যের সাড়ে আট কোটি মানুষকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বড় অংশ ইতিমধ্যেই আয়ুষ্মান ভারতে যুক্ত হয়েছেন এবং বাকিদের জন্য রাজ্য নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যবস্থা করছে। আগে রাজ্যে প্রায় ১ হাজার ৭০০ হাসপাতালে পরিষেবা মিলত, কিন্তু বর্তমানে আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য স্কিমের আওতায় দেশজুড়ে ৩৮ হাজার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ মিলবে। পাশাপাশি কলকাতা, নিউটাউন, বিধাননগর, আসানসোল ও দুর্গাপুরের হাসপাতালগুলো যাতে বৃহত্তর দিল্লি এলাকার হারে কভার পায়, সে বিষয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে নীতিগতভাবে সম্মতি হয়েছে বলেও জানান তিনি। ওষুধের খরচ কমানোর বিষয়েও বড় ঘোষণা করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, রাজ্যে ৪৬৭টি প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র গড়ার কাজ চলছে, যার টেন্ডার প্রক্রিয়া হয়ে গিয়েছে



এবং মার্চ মাসের মধ্যে কাজ অনেকটাই এগিয়ে নেওয়া যাবে। পাশাপাশি ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি ও দামি ওষুধের ক্ষেত্রে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ভর্তুকিতে ওষুধ দেওয়ার জন্য জেলা, মহকুমা, রাজ্য হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলোতে ১০০টি অমৃত সেন্টার চালু করা হচ্ছে। এ ছাড়া সরকারি হাসপাতালে রোগীদের তিন বেলার খাবারের দৈনিক খরচ আগের ৫৬ টাকা ৪০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে প্রায় ১১০ টাকা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। নিউটাউনে আদানি গ্রুপের প্রস্তাবিত হাসপাতালের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। শুভেন্দুর বক্তব্য অনুযায়ী, ৩০ হাজার কোটি টাকার ইনসেন্টিভের দাবি না মেনে এক হাজার শয্যার পরিবর্তে দুই হাজার শয্যার আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল করার শর্ত দেওয়া হয়। এর মধ্যে এক হাজার শয্যা বাণিজ্যিক এবং এক হাজার শয্যা গরিব মানুষের জন্য বিনামূল্যে রাখার কথা বলা হয় এবং তাতে সম্মতি মেলে। সবশেষে পশ্চিম বর্ধমান ও দুর্গাপুর-অন্ডাল এলাকার দূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্যান্সারসহ নানা রোগের পেছনে দূষণের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রচুর গাছ লাগানো এবং দুর্গাপুর ও মেজিয়ার স্টিল প্ল্যান্টগুলোতে আধুনিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানোর ওপর জোর দেন। পাশাপাশি এই নতুন ক্যান্সার হাসপাতালের কাজ ৩৬ মাসের বদলে দ্রুত শেষ করার অনুরোধ জানিয়ে প্রশাসনিকভাবে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন শুভেন্দু অধিকারী।



আসানসোলে 'এনকাউন্টার'

সাইবার প্রতারক প্রতাপের পায়ে গুলি পুলিশের, সাতসকালে রুদ্ধশ্বাস অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৭ নভেম্বরঃ জনবহুল ঘিঞ্জি পাড়া। গা-লাগোয়া সব উঁচু উঁচু বাড়ি। মাঝে সরু গলি। শুক্রবার সকাল থেকে সেই গলি ঘিরে ফেলে পুলিশ। বন্দুক হাতে এলাকা পুরো ঘিষে ফেলেনসাদা পোশাকের পুলিশের টিম। বন্দুক হাতে একেবারে দাবাং মুডে কর্তারা। ক্যামেরায় ধরা পড়ে, কোনও কোনও আধিকারিক সার্চ অপারেশনের সময়ে একেবারে বন্দুকের ট্রিগার চেপে প্রস্তুত! কারণ পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত দাগি অপরাধী প্রতাপ দাস ওই পাড়াতেই একটা বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে। সকাল থেকে চলল পুলিশের রুদ্ধশ্বাস অভিযান। গত



দুদিন ধরে পুলিশ ওই এলাকাতেই ওঁত পেতে ছিল। হীরাপুরের ওই এলাকাতেই প্রতাপের মামাবাড়ি, সেখানে তার বেড়ে ওঠা। ফলে ওই এলাকার ওলিগলি চেনে প্রতাপ। গত বুধবার পুলিশের ওপর গুলি চালনার পর ফেরার ছিল প্রতাপ। পুলিশের কাছে খবর ছিল, হীরাপুরের ওই গলিতেই আশ্রয় নিয়েছে প্রতাপ। আজ সকালে একজন এএসআই তাকে দেখতেও পেয়ে যান। এরপরই চলে আসে গোটা টিম। ওই এএসআই যখন তার খোঁজে গোলাপি রঙা বাড়িটায় ঢোকেন, তখন ফের পুলিশকে লক্ষ্য করে ২ রাউন্ড গুলি চালায় পুলিশ। এরপর বাড়ির পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করেন। ফায়ারিং! একটা গুলির শব্দ! গোটা দৃশ্য ধরা থাকে সাংবাদিকদের ক্যামেরায়। এরপর এক পাঁচিল টপকে পালানোর সময়েই পুলিশের গুলি লাগে প্রতাপের পায়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় দুই বাড়ির মাঝে ড্রেনে পড়ে প্রতাপ। সেখান থেকে চ্যাংদোলা করে তাকে বার করে নিয়ে যায়

● এরপর ৬ পাতায়...

চলতি বছরের শেষেই স্বাক্ষরিত হতে পারে ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিঃপীযূষ গোয়েল



নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ চলতি বছরের শেষের দিকেই ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বহুপ্রতীক্ষিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এবং আগামী বছরের মার্চ বা এপ্রিল মাস নাগাদ তা কার্যকর হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তিও চূড়ান্ত পরিণতির অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। শুক্রবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত 'ইন্ডিয়া ডেট ক্যাপিটাল মার্কেট সামিট ২০২৬'-এ ভাষণ দিতে গিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পীযূষ গোয়েল বলেন, আশা করা হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি চলতি বছরের শেষের দিকে সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হবে এবং আগামী বছরের মার্চ বা এপ্রিল মাসের মধ্যে তা কার্যকর হয়ে যাবে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনার অগ্রগতির কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিও চূড়ান্ত পরিণতির খুব কাছাকাছি রয়েছে। যে প্রক্রিয়া এবং রূপরেখার জটিলতা এতদিন ধরে চুক্তিটি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছিল, তা এখন একটি নির্দিষ্ট আকার নিতে শুরু করেছে।বাণিজ্য মহলের মতে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকার মতো বিশ্বের দুই বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে ভারতের এই বাণিজ্য চুক্তিগুলি বাস্তবায়িত হলে দেশের রফতানি বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা হবে।

সমাজবাদী পার্টির ইস্তেহার অন্ত ঃ সারশূন্য ও অবাস্তবঃমায়াবতী



লখনউ, ২৭ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র সদ্য প্রকাশিত ' জন-মন কা ম্যানিফেস্টো'-কে ' অন্তঃসারশূন্য এবং অবাস্তব' বলে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) সুপ্রিমো মায়াবতী। শুক্রবার সমাজ মাধ্যমে (এক্স হ্যান্ডেল) এক বার্তায় তিনি অখিলেশ যাদবের দলের 'পিডিএ (পিছড়ে, দলিত, অল্পসংখ্যক) এজেন্ডাকেও কটাক্ষ করেন। প্রবাদবাক্য উদ্ধৃত করে মায়াবতী লেখেন, সমাজবাদী পার্টির এই ইস্তেহার ' অসারের তর্জন-গর্জন সার' প্রবাদটিকেই আরও একবার প্রমাণ করেছে।সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত বিবৃতিতে বিএসপি প্রধান অভিযোগ করেন, সমাজবাদী পার্টি প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র, দলিত, অনগ্রসর সম্প্রদায় এবং মুসলিমদের স্বার্থ, কল্যাণ, মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার পরিবর্তে বরাবরই সংকীর্ণ, জাতপাতভিত্তিক এবং ধনীদের স্বার্থবাহী নীতি অনুসরণ করে এসেছে। উত্তর প্রদেশে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে মায়াবতী সরাসরি অখিলেশ যাদবের দলকে নিশানা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি তাদের তথাকথিত ' সমাজের প্রতিনিধিদের উপেক্ষা করে একজন ধনী শিল্পপতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে মায়াবতী প্রশ্ন তোলেন, সমাজবাদী পার্টির এই ধরনের নীতি এবং কাজকর্ম কি কখনও উত্তর প্রদেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অনগ্রসরতা এবং পরিযায়ী সমস্যার মতো গুরুতর সংকটগুলির সমাধান করতে পারবে? পরিশেষে তিনি নিজেই উত্তর দিয়ে দাবি করেন যে, তাদের এই নীতি দিয়ে রাজ্যের এই সমস্যাগুলির সমাধান কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

বিশ্ব বাণিজ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার কেন্দ্রবিন্দু ভারত মহাসাগরঃডঃ এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ ভারত মহাসাগর বিশ্ব বাণিজ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু- 'ইন্ডয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন'-এর মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক ২০২৬-এ ভাষণ দিতে গিয়ে এই বার্তা দিলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শুক্রবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তিনি জানান, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল, নিরাপদ এবং উন্নয়নের সহায়ক করে রাখা সদস্য দেশগুলির সম্মিলিত দায়িত্ব। পাশাপাশি, আইওআরএ-তে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সভাপতিত্ব ' মহাসাগর' দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলেও স্পষ্ট করেন তিনি।বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেন, ভারত মহাসাগর বিশ্ব বাণিজ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা, যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু। এটি অপরিসীম বৈচিত্র্য, সম্ভাবনা এবং অভিন্ন চ্যালেঞ্জেরও একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলটি যাতে শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল, নিরাপদ এবং উন্নয়নের অনুকূল থাকে, তা নিশ্চিত করাই আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।ভারতের সামুদ্রিক ও আঞ্চলিক কূটনীতির রূপরেখা তুলে ধরে জয়শঙ্কর আরও বলেন, এই ক্ষেত্রে আইওআরএ-র প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই সংস্থায় ভারতের সভাপতিত্ব 'ভিশন মহাসাগর' অর্থা 'মিউচুয়াল অ্যান্ড হলিস্টিক অ্যাডভান্সমেন্ট ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ অ্যাক্রস রিজিয়নস' (অঞ্চল জু। নিরাপত্তা ও প্রবৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক ও সামগ্রিক অগ্রগতি) দ্বারা পরিচালিত। এটি আমাদের পূর্ববর্তী 'সাগর' (সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্য রিজিয়ন) ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।কূটনৈতিক মহলের মতে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের ' সাগর থেকে 'মহাসাগর উত্তরণের এই কৌশল আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সংযোগ বৃদ্ধিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

আওয়ামী লীগের দেশব্যাপী লকডাউনের ডাক ঘিরে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ, গোপালগঞ্জে বন্ধ রেল ও মোবাইল ব্যাঙ্কিং

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ঃ আগামী ২৯ ও ৩০ নভেম্বর আওয়ামী লীগের ডাকা দেশব্যাপী লকডাউন এবং ১৬ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। অশান্তি ও হিংসা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় গোটা দেশ জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার রাতেও রাজধানী ঢাকায় দুটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিসংযোগের একটি ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর পল্লবী এলাকায় এবং অন্যটি ঘটেছে বাড্ডায়। এর পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বোমাবাজির ঘটনাও ঘটছে। উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশ জুড়ে চিরুনি তল্লাশি ও বিশেষ অভিযানে নেমেছে পুলিশ। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিশেষ অভিযানে মাত্র এক দিনের মধ্যেই আওয়ামী লীগের ৩৩৮ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত গোপালগঞ্জ এবং টুঙ্গিপাড়ার পরিস্থিতিও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কয়েক দিন আগেই সেখানে থানা এবং স্থানীয় বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল, পাশাপাশি এলাকায় অস্ত্র নিয়ে মিছিল বের করার অভিযোগও উঠেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাংলাদেশ সরকার আগেই গোপালগঞ্জে রেল পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এবার বৃহস্পতিবার থেকে সেখানে মোবাইল ব্যাঙ্কিং পরিষেবাও বিঘ্নিত হতে শুরু করেছে।

সামান্য উন্নতি দিল্লির বাতাসে, তবুও ধোঁয়াশার চাদর অব্যাহত



নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ রাতে দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছনোর পর শুক্রবার সকালে রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণমানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে সকালের দিকে গোটা শহর জুড়ে হালকা থেকে মাঝারি ধোঁয়াশার আস্তরণ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার সকাল ৮টা ৪০ মিনিট নাগাদ দিল্লির সামগ্রিক এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ২৩৯, যা রাতের ' খারাপ' বা ' দূষণের তুলনায় অনেকটাই কম এবং বর্তমানে ' শ্রেণিতে রয়েছে।কেঃ দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার ভোরের দিকে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় দূষণের মাত্রায় ব্যাপক তারতম্য দেখা গিয়েছে। একদিকে যেমন আইটিও এলাকায় বাতাসের মান ' খারাপ পর্যায়ে ছিল, অন্যদিকে ইন্ডিয়া গেট, কনট প্লেস ও এইমস-এর মতো এলাকাগুলিতে দূষণের মাত্রা তুলনামূলক কম অর্থাৎ ' খারাপ পর্যায়ে রেকর্ড করা হয়েছে।সিপিসিবি-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদিন ভোরের বিভিন্ন এলাকার একিউআই চিত্র নিচে দেওয়া হলোঃআইটিওঃভোর ৫টা ৫০ মিনিটে একিউআই ছিল ২৮৭ (' খারাপ পর্যায়)এইমস সংলগ্ন এলাকাঃসকাল ৬টা ৪০ মিনিটে একিউআই ১৯২ (' খারাপ পর্যায়)কনট প্লেসঃসকাল ৬টা ৩০ মিনিটে একিউআই ১৫৫ (' পর্যায়)ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্য পথ সকাল ৬টা ২০ মিনিটে একিউআই ১২৬ (' খারাপ পর্যায়)পরিবেশবিদ ও আবহাওয়াবিদদের মতে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাপমাত্রা কমে যাওয়া এবং বাতাসের গতিবেগ অত্যন্ত মন্থর থাকায় দূষণের মাত্রা হঠা বেড়ে গিয়েছিল। শুক্রবার সকালে রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের গুণমানে কিছুটা উন্নতিহলেও, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার জেরে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ভাব পুরোপুরি কাটেনি।

কাশ্মীরে শীতের পরশ, ডিসেম্বরে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় তুষারপাতের পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ২৭ নভেম্বর ঃ কনকনে না হলেও, শীতে কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা। শ্রীনগর, পহেলগাম-সহ কাশ্মীরের নানা স্থানে ইতিমধ্যেই হিমাঙ্কের নীচে নেমেছে তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে মূলত শুষ্ক ও কনকনে ঠান্ডা আবহাওয়া বজায় থাকবে, তবে ৪ ডিসেম্বর থেকে পরপর দু'টি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উপত্যকায় বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।শ্রীনগর আবহাওয়া কেন্দ্রের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহ এবং ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাশ্মীর ডিভিশনের অধিকাংশ জেলায় সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে এবং শৈত্যপ্রবাহ বা তীব্র ঠান্ডার পরিস্থিতি বজায় থাকবে। তবে ৪ ডিসেম্বর থেকে আবহাওয়ার বাস। পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৪ থেকে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে এবং বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টি অথবা তুষারপাত হতে পারে।এদিকে, আগামী ৪ থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে পরপর দু'টি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা জম্মু

সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী গীতা পাঠ প্রতিযোগিতা, ২৭ ডিসেম্বর কলকাতায় চূড়ান্ত পর্ব

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় রাজ্যব্যাপী ' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশ্লোক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা'-র আয়োজন করা হচ্ছে। আয়োজক সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ থেকে ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্য জু। জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং আগামী ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৬ কলকাতায় রাজ্য স্তরের চূান্ত পর্ব বা ফাইনাল আয়োজিত হবে।সংসদের জারি করা নিয়মাবলি অনুযায়ী, প্রতিযোগিতাটি দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে-' বিভাগ' এবং ' বিভাগ'। শিশু বিভাগঃপ্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ারা এই বিভাগে অংশ নিতে পারবে। তাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ১ থেকে ১০ নম্বর শ্লোক মুখস্থ আবৃত্তি করতে হবে। কিশোর বিভাগ সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই বিভাগে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদের জন্য গীতার সম্পূর্ণ দ্বাদশ অধ্যায়টি মুখস্থ পাঠ করা নির্ধারিত হয়েছে।নিয়মাবলিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কেবলমাত্র সেই সমস্ত প্যুয়ারাই আবেদন করতে পারবে, যারা বই না দেখে বিশুদ্ধ উচ্চারণে নির্ধারিত শ্লোকগুলি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে সক্ষম। আগ্রহী প্রতিযোগীদের সংস্থার তরফে প্রকাশিত নির্দিষ্ট গুগল ফর্মের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। কোনো জেলায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেশি হলে একাধিক স্থানে প্রাথমিক পর্ব আয়োজনের পর জেলা স্তরের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।পুরস্কার ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে আয়োজকরা জানিয়েছেন, জেলা স্তরের ফাইনালে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে শংসাপত্র দেওয়া হবে। প্রতিটি জেলা থেকে প্রথম স্থানাধিকারী রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হবেন। এ ছাড়া জেলা স্তরে প্রথম স্থানের পাশাপাশি আরও ১০ জন কৃতী প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হবে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা রাজ্য স্তরের চূড়ান্ত পর্বে প্রতিটি জেলার প্রথম স্থানাধিকারীদের শংসাপত্র ও বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হবে। রাজ্য পর্যায়ে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র পদক দিয়ে সম্মানিত করা হবে।প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট স্থান ও তারিখ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রতিযোগীদের জানিয়ে দেওয়া হবে এবং সকল অংশগ্রহণকারীকে নিজস্ব খরচে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছাতে হবে। প্রতিযোগিতায় বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সংস্থার ওয়েবসাইট (www.sanatansanskritisansad.subhashitam.in) দেখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতারণা মামলায় জম্মু-কাশ্মীর ও পঞ্জাবের ৮টি জায়গায় ইডি-র তল্লাশি

জম্মু, ২৭ নভেম্বর ঃ অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইনের আওতায় জম্মু ও কাশ্মীর এবং পঞ্জাবের মোট আটটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর জম্মু দফতর। কাঠুয়া, উধমপুর এবং পাঠানকোট-সহ বিভিন্ন এলাকায় এই তল্লাশি চালানো হয়েছে। সশস্ত্র সীমা বল-এর প্রাক্তন কর্মী গুরমীত সিং এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে চলা একটি ভুয়ো 'মানি মাল্টিপ্লায়ার' বা বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতারণার অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।ইডি সূত্রে জানানো হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং বিহারে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর-এর ওপর ভিত্তি করে এই তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে যে, অভিযুক্তরা উচ্চ হারে এবং নিশ্চিত মাসিক মুনাফা বা রিটার্নের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের তালিকায় এসএসবি-র কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও রয়েছেন। কেঃ দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি জানিয়েছে, এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত আর্থিক লেনদেন ও সম্পত্তির হদিস পেতে তল্লাশি চালানো হয়েছে এবং ঘটনার পরবর্তী তদন্ত প্রক্রিয়া এখনও জারি রয়েছে।

পাঠানকোট সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখে দিল বিএসএফ, গুলিতে নিহত পাক অনুপ্রবেশকারী



পাঠানকোট (পঞ্জাব), ২৭ নভেম্বর ঃ পঞ্জাবের পাঠানকোট জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুক্রবার ভোররাতে বিএসএফ জওয়ানদের গুলিতে এক পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী নিহত হয়েছে।পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে পাঠানকোটের পাহড়পুর (বা পাহা।পুর) বর্ডার আউটপোস্ট সংলগ্ন এলাকায়। অনুপ্রবেশকারী আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রায় ১২০ মিটার ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।এ বিষয়ে ডিএসপি রাজেন্দ্র মানহাস জানান, ২৭ নভেম্বর ভোর ২টো নাগাদ পাকিস্তানের দিক থেকে এক অনুপ্রবেশকারী পাহা।পুর বিএসএফ পোস্টের দিকে এগিয়ে আসছিল। কর্তব্যরত প্রহরী তাকে চ্যালেঞ্জ জানান এবং থামতে বলেন, কিন্তু সে নির্দেশ অমান্য করে এগোতে থাকে। বাধ্য হয়ে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান এবং ওই অনুপ্রবেশকারীকে নিকেশ করা হয়।বিএসএফ জওয়ানদের এই তপরতায় সীমান্ত পারাপারের ছক ভেস্তে গিয়েছে। ডিএসপি আরও জানিয়েছেন, ঘটনার পর এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

২৮ নভেম্বর শুরু ' কাশী তামিল সঙ্গমম', উদ্বোধনে উপরাষ্ট্রপতি



নয়াদিল্লি, ২৭নভেম্বর ঃউত্তর প্রদেশের বারাণসীতে আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ' তামিল সঙ্গমম'-এর পঞ্চম সংস্করণ, চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারের অনুষ্ঠানের মূল থিম বা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে- 'তিরুককুরাল পায়িলভম - তিরুক্কুরাল অভ্যাস করেন'-, যার মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধ্রুপদী তামিল নীতিশাস্ত্র ' তিরুককুরাল এর কালজয়ী শিক্ষার প্রসার ঘটানো হবে।আগামী ২৮ নভেম্বর উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণণ এই পঞ্চম সংস্করণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন এবং ১২ ডিসেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে তামিলনা। থেকে প্রায় ১,৪০০ জন প্রতিনিধি বারাণসী, প্রয়াগরাজ এবং অযোধ্যা সফর করবেন। এই প্রতিনিধিদের প্রায় ২০০ জন করে মোট সাতটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে। ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত কাশী তামিল সঙ্গমমের প্রথম চারটি সংস্করণ তামিলনা। এবং কাশীর মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও সুদৃ। করেছে। সেই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পঞ্চম সংস্করণের লক্ষ্য হলো দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও গভীর করা এবং অভিন্ন ঐতিহ্যকে উদযাপন করা।উল্লেখ্য, ' হলো নৈতিকতা ও সদাচরণের এক প্রাচীন ও ধ্রুপদী তামিল গ্রন্থ। ' কাশী তামিল সঙ্গমম ৫.০'-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের যুবসমাজ ও শিক্ষার্থীদের কাছে তিরুক্কুরালের নৈতিক ও আদর্শগত প্রজ্ঞাকে পৌঁছে দেওয়া, যাতে শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও বহুভাষিক সম্পদের মাধ্যমে তাঁরা দৈনন্দিন জীবনে এই গ্রন্থের মূল্যবোধগুলি পাঠ, উপলব্ধি ও প্রয়োগ করতে পারেন।

সংসদের বিশেষ অধিবেশন ঘিরে তৎপর কংগ্রেস সব সাংসদকে তলব, হুইপ জারি এনসিপি (এসসিপি)-র



নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে সংসদের অধিবেশন শুরু হতে চলায় কৌশল নির্ধারণে তপর হয়ে উঠেছে বিরোধী শিবির। শুক্রবার কংগ্রেস দলের তরফে তাদের সমস্ত সাংসদকে আগামী ২৯ নভেম্বর সকাল ১০টার মধ্যে দিল্লিতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, শরদ পওয়ারের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি-শরদচন্দ্র পওয়ার তাদের লোকসভা সাংসদদের জন্য কড়া হুইপ জারি করেছে।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩০ নভেম্বর, সোমবার থেকে শুরু হতে চলা সংসদের অধিবেশনে সরকারের মোকাবিলা করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিল ও ইস্যুগুলিতে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতে আগেই বৈঠকে বসতে চাইছে কংগ্রেস। সেই কারণেই অধিবেশন শুরুর ঠিক একদিন আগে, অর্থা শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকাল ১০টার মধ্যে দলের সমস্ত লোকসভা ও রাজ্যসভা সাংসদকে রাজধানী দিল্লিতে হাজির থাকার জরুরি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।অন্যদিকে, এনসিপি (শরদচন্দ্র পওয়ার)-এর তরফে জারি করা তিন লাইনের হুইপে দলের সমস্ত লোকসভা সাংসদকে আগামী সোমবার (৩০ নভেম্বর) থেকে শুক্রবার (৪ ডিসেম্বর) পর্যন্ত প্রতিদিন সংসদের নিম্নকক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হুইপে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই পাঁচ দিন কোনোভাবেই অনুপস্থিত থাকা চলবে না এবং কক্ষে দলের গৃহীত অবস্থানকে পূর্ণ সমর্থন জানাতে হবে।রাজনৈতিক মহলের মতে, ৩০ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা সংসদের এই চার-পাঁচ দিনের অধিবেশনে ডিলিমিটেশন বিল-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ হতে পারে। আর সেই কারণেই বিরোধী দলগুলি আগেভাগেই নিজেদের সাংসদদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে।

জয়পুরে তালাবন্ধ ঘর থেকে মা ও দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

জয়পুর, ২৭ নভেম্বর ঃ রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে তালাবন্ধ ঘরের ভেতর থেকে এক মহিলা এবং তাঁর ছেলে ও মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ভাট্টা বস্তি থানা এলাকার রামনগরের কাছে একটি বা।তে এই ঘটনাটি ঘটেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিষাক্ত কোনও পদার্থ পান করে ওই পরিবারের তিন সদস্য আত্মহত্যা করেছেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রামনগর সংলগ্ন ওই বাড়িটির দরজা ভেতর থেকে তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। খবর পেয়ে ভাট্টা বস্তি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে এবং প্রমাণাদি সুরক্ষিত রাখার স্বার্থে পুলিশ এখনও বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেনি ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি-র দলের আসার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন উত্তর বিভাগের ডিএসপি করণ শর্মা। ফরেনসিক দল পৌঁছনোর পর তালা ভেঙে ঘরের ভেতর থেকে দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। ঠিক কী কারণে এই চরম পদক্ষেপ নেওয়া হলো, তা খতিয়ে দেখতে প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গুজরাট থেকে গ্রেফতার সন্দেহভাজন জৈশ জঙ্গি, উদ্ধার একে-৪৭ রাইফেল



ভদোদরা (গুজরাট), ২৭ নভেম্বর ঃগুজরাটের ভদোদরা থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদ-এর সঙ্গে যুক্ত এক সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করল গুজরাট অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড। শুক্রবার এটিএস আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, ধৃত সঃদেহভাজন জঙ্গির নাম মহম্মদ সাহারুল ইসলাম (আসাম)। ধৃতের হেফাজত থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল এবং ২০টিরও বেশি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।গুজরাট এটিএস-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ভদোদরায় অভিযান চালিয়ে জৈশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত ওই সঃদেহভাজনকে পাক।ও করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি রাইফেল এবং ২০টিরও বেশি তাজা কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, এই চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত এবং এর পেছনে আর কারা জা।তি রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে গুজরাট এটিএস-এর তরফে বর্তমানে একটি বড়সড় অভিযান চালানো হচ্ছে। ধৃত মহম্

স্ট্র্যান্ড রোডের নতুন নাম সম্রাট শশাঙ্ক সরণি'! কলকাতার রাস্তা থেকে বিদায় লেনিন-মার্কস, প্রথম দফায় বদল ১৬ রাস্তার নাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ বদলে যেতে চলেছে কলকাতার একাধিক পরিচিত রাস্তার নাম। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের নানা ঐতিহাসিক নামের বদলে এবার বাংলার ইতিহাস, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নামে রাস্তার নতুন পরিচিতি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় কলকাতার মোট ১৬টি রাস্তার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেই তালিকায় রয়েছে স্ট্র্যান্ড রোড, বিশ্ব বাংলা সরণি, লেনিন সরণি এবং হো চি মিন সরণির মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। সূত্রের দাবি, স্ট্র্যান্ড রোডের নাম বদলে হতে পারে সম্রাট শশাঙ্ক সরণি'। অন্যদিকে বিশ্ব বাংলা সরণির নামকরণ নিয়ে রয়েছে একাধিক প্রস্তাব। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে এই রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতার রাস্তার নামকরণে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শহরের পরিচিত মানচিত্রে বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। স্ট্র্যান্ড রোডের নাম বদলে শশাঙ্কের নামে? কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা স্ট্র্যান্ড রোড। দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক পরিচিতি রয়েছে এই রাস্তার। এবার সেই নাম বদলে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাসক সম্রাট শশাঙ্কের নামে করার প্রস্তাব সামনে এসেছে। বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের অবদানকে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, বিশ্ব বাংলা সরণির নাম পরিবর্তন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এই রাস্তার নাম মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নামে করার প্রস্তাব রয়েছে। পাশাপাশি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামেও রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব জমা পড়েছে বলে সূত্রের খবর। ইতিহাসবিদ ও



বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ার পরেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। লেনিন, মার্কস, হো চি মিনের নামও বাদ? সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, কলকাতার রাস্তার নাম থেকে এবার বাদ পড়তে পারে একাধিক বিদেশি ব্যক্তিত্বের নাম। বিশেষ করে লেনিন, কার্ল মার্কস এবং হো চি মিনের নামে থাকা রাস্তার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব রয়েছে। কমিটির আলোচনায় উঠে এসেছে, যাঁদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের সরাসরি যোগ নেই, তাঁদের নামে থাকা রাস্তার নাম পুনর্বিবেচনা করা হবে। নতুন নামকরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, এমন মনীষী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্ট মানুষদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। অর্থা, শুধু নাম পরিবর্তন নয়, কলকাতার রাস্তার নামের মধ্য দিয়ে বাংলার নিজস্ব ইতিহাস ও ভারতীয় ঐতিহ্যকে আরও বেশি করে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

১০ সদস্যের কমিটির প্রথম বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত? কলকাতা পুরসভায় রাস্তার নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির চেয়ারম্যান কার্তিক মহারাজের নেতৃত্বে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মোট ১০ জন সদস্য। প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক মহলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বৈঠকে যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপি নেতা তথাগত রায়, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, কলকাতার পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে এবং রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব সৌমিত্র মোহন-সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। বৈঠকে কলকাতার কোন কোন রাস্তার নাম পরিবর্তন করা যেতে পারে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৬টি রাস্তার নাম পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে প্রতিটি রাস্তার ক্ষেত্রে নতুন নাম চূড়ান্ত করার আগে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস ও ব্যক্তিত্বের অবদান খতিয়ে দেখা হবে। কীভাবে চূড়ান্ত হবে নতুন নাম? কমিটির সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত নামের তালিকা তৈরি করে ইতিহাসবিদ এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মতামত ও অনুমোদন পাওয়ার পর কমিটি নতুন নামগুলি চূড়ান্ত করবে। এরপর সেই প্রস্তাব রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হবে। পরবর্তী পর্যায়ে বিধানসভায় নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব পেশ করতে পারে সরকার। অর্থা, কমিটির বৈঠকে আলোচনা হলেও এখনই কোনও রাস্তার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে বদলে যাচ্ছে না। গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই কার্যকর হবে নতুন নাম। সব মিলিয়ে কলকাতার রাস্তার নাম পরিবর্তন ঘিরে শহরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। একদিকে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের সম্রাট শশাঙ্ক, অন্যদিকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কিংবা বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো ব্যক্তিত্বদের নামে রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব সামনে এসেছে। আবার লেনিন, মার্কস ও হো চি মিনের মতো আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বদের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত কোন ১৬টি রাস্তার নাম বদলাবে এবং নতুন নামের তালিকায় কারা জায়গা পাবেন, এখন সেদিকেই নজর কলকাতাবাসীর।

নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে গ্রামীণ উন্নয়ন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচি

উজ্জ্বল বঃদ্যোপাধ্যায়,জয়নগরঃ সু ন্দরবনের গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসারে সু ন্দরবনের কুলতলির কৈখালীর গ্রামের বনঘেরীতে ১০ দিনের গ্রাম দত্তক কর্মসূচি পালন করলো হরিয়ানার কুন্ডলির এন আই এফ টি ই ও নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। ১৯ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচিতে এন আই এফ টি ই এমের ১৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।অধ্যাপক ডঃ ভাস্বতী ভট্টাচার্য ও ডঃ শান্তনু মালাকারের তত্ত্বাবধানে এই কর্মসূচিতে খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি, স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও নেশামুক্ত ভারত অভিযান নিয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন করা হয়। পাশাপাশি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও কুলতলি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় কৃষিভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। গ্রামবাসী দের আপেলের জ্যাম ও চিংড়ির আচার তৈরির হাতে-কলমে প্রশিক্ষণও দেওয়া



হয়।উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ডঃ চন্দন কুমার মণ্ডল-সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা।ডঃ চন্দন কুমার মণ্ডল জানান, এন আই এফ টি ই এমের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের এই উদ্যোগ সু ন্দরবনের কৃষিক্ষেত্রে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার এবং স্বনির্ভরতার নতুন দিশা খুলবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। এন এফ টি ই এমের ডঃ শান্তনু মালাকার কিভাবে এই কাজ করা হবে তার উপর আলোকপাত করেন। এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ছাত্র ছাত্রীরা তাদের এই কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর গ্রেপ্তার গো হত্যাকারী

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ,২৭ নভেম্বর ঃ হাসনাবাদ থানার রামেশ্বরপুর এলাকার ঘটনা । গতকাল গভীর রাতে হাসনাবাদ থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রামেশ্বরপুর এলাকার একটি বাগানের মধ্যে হানা দেয় । সেখানে গিয়েই দুজনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ । জানা গেছে, তারা সেই সময় গো হত্যা করছিল । পুলিশ যখন তাদেরকে গ্রেফতার করে তখন সেখানে একটি মৃত গরু এবং একটি জীবন্ত গরু ছিলো বলেও জানা গেছে। মৃত এবং জীবিত দুটি গোরুকেই উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া দুজনকে শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ।

দলীয় আলোচনার অপেক্ষা অরূপ রায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৭ নভেম্বর ঃ বিরোধী দলনেতা পদে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীকৃতি এবং মুখ্য সচেতক পদে আখরুজ্জামানের নিয়োগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ঘিরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন মোড় নিয়েছে। আদালতের নির্দেশের পর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে আপাতত অপেক্ষার অবস্থানে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস। দলের চেয়ারম্যান অরূপ রায় জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশের কপি হাতে পাওয়ার পরই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন, আদালতের নির্দেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য না জেনে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। আদালত এবং আইনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা রয়েছে। তাই রায়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা করেই দলের অবস্থান স্পষ্ট করা হবে। বর্তমানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আখরুজ্জামান দিল্লিতে থাকায় তাঁদের ফেরার পর দলের মধ্যে আলোচনা হবে। সেই আলোচনার ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অরূপ রায়।

বাল্যবিবাহ রোধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি, অপরাধ দমনেও সরব হলেন রাজ্যের পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই

সুমন আদক

বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথা নির্মূল থেকে অপরাধ দমন-দুই ক্ষেত্রেই কঠোর অবস্থানের বার্তা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। শুক্রবার দুপুরে হাওড়ার শর সদনে আয়োজিত জেলা স্তরের সচেতনতা কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে নারী ও শিশু সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর পদক্ষেপের প্রসঙ্গে একাধিক মন্তব্য করেন তিনি। চাইল্ড ম্যারেজ ফ্রি ভারত' অভিযানের অংশ হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক বাল্য, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বলপূর্বক বিবাহ দূরীকরণ দিবস উপলক্ষে হাওড়া জেলা প্রশাসন ও সমাজকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের অধিকার এবং সুরক্ষার বিষয়টি তুলে ধরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উমেশ রাই বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে দেশজুড়ে বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা অভিযান চলছে। হাওড়াতেও ছাত্রীদের নিয়ে র‍্যালি করা হয়েছে এবং তাঁদের আত্মনির্ভর হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে অল্প বয়সে বিয়ের পর প্রশাসনিক সহযোগিতায় স্বাভাবিক জীবনে



ফিরে আসা উদয়নারায়ণপুর ও জগবল্লভপুরের দুই তরুণী তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের সম্মানিত করা হয়। এই উদ্যোগের জন্য জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী। তাঁর দাবি, গত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেড়েছে। অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে মেয়েদের শারীরিক জটিলতা দেখা দিচ্ছে, এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। গ্রামীণ, দরিদ্র ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় এই সমস্যা তুলনামূলক বেশি বলে মন্তব্য করেন তিনি। সচেতনতা তৈরির উদ্যোগে কোথাও কোথাও বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং প্রয়োজনে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হবে। নারী সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের কথা শুধু প্রচারে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না, বাস্তবে এই ধরনের সামাজিক কুপ্রথা বন্ধ করাও তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি অপরাধ দমন নিয়েও এদিন সরব হন উমেশ রাই। বারোটি ঘটনা ঘটলে বারোটি এনকাউঃটারের প্রয়োজন হলে তা করা হবে বলে মন্তব্য করলেও, অপরাধ করলেই এনকাউন্টার করা উচিত, এমন মত তিনি সমর্থন করেন না বলেও এদিন স্পষ্ট করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কোনও অপরাধী পুলিশ হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি অনুযায়ী পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। আসানসোলের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সমাজকে সঠিক পথে আনতে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ নিতে সরকার পিছপা হবে না। মেয়েদের উপর অত্যাচার, নেশার কারবার ও বেআইনি অস্ত্রের ব্যবসার বিরুদ্ধে কোনও আপস করা হবে না বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী। এদিনের কর্মসূচিতে হাওড়ার জেলাশাসক ডঃ পি দীপাপ্রিয়া, নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রিয়াঙ্কা বালা, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক তীর্থঙ্কর গুহ রায়, হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের ডিএসপি হেডকোয়ার্টার অমিতাভ কোনার, হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি নর্থ-১ সম্বিতি চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাকা বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা, মৃত্যু ১

পূর্বস্থলী, ২৭ নভেম্বর ঃ মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত কুলুট গ্রামের সমবায় সমিতি সংলগ্ন এলাকায়। গতকাল রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত ব্যক্তির নাম বাগবুল শেখ। তাঁর বাড়ি মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত কাঞ্চনডাঙা গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগবুল শেখ পেশায় গাড়িচালক ছিলেন। তিনি মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির তিন নম্বর মণ্ডল সভাপতি দিলীপ দাসের গাড়ি চালাতেন। প্রতিদিনের মতো



গতকালও কর্মস্থল কুসুমগ্রাম থেকে কাজ শেষ করে নিজের মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় কুলুট গ্রামের সমবায় সমিতি সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই কোনও কারণে মোটরবাইকটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি। এরপর রাস্তার পাশে থাকা একটি পাকা বাড়ির দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা লাগে মোটরবাইকটির। দুর্ঘটনার জেরে গুরুতর আহত হন বাগবুল শেখ।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।এরপর পুলিশ মৃতদেহটি মন্তেশ্বর হাসপাতাল থেকে থানায় নিয়ে আসে। আজ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় কাঞ্চনডাঙা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ।

অগ্নি-সুরক্ষা বিধি মেনে চলার জন্য যাত্রীদের প্রতি পূর্ব রেলের আবেদন ট্রেনে বিপজ্জনক সামগ্রী বহন এবং ধূমপানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ

কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ ট্রেন যাত্রার সময় যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং অগ্নিকাণ্ড সংক্রান্ত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে পূর্ব রেল সমস্ত যাত্রীদের প্রতি অগ্নি-সুরক্ষা বিধি কঠোরভাবে মেনে চলার, ট্রেনে দাহ্য বা অন্যান্য বিপজ্জনক সামগ্রী বহন না করার এবং ট্রেনের কামরার ভেতরে ধূমপান থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছে। পেট্রোল, কেরোসিন, গ্যাস সিলিন্ডার, বিস্ফোরক, বাজি এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থের মতো বিপজ্জনক সামগ্রী বহন করলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে, যা যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করার পাশাপাশি রেলের সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। তাই যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন নিজেদের লাগেজ ও পার্সেল গোছানোর সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং নিশ্চিত করেন যে ট্রেন যাত্রার সময় কোনো নিষিদ্ধ বা বিপজ্জনক সামগ্রী বহন করা হচ্ছে না।

১৯৮৯ সালের রেলওয়ে আইনের ১৬৪ নং ধারা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত আইনের ৬৭ নং ধারা লঙ্ঘন করে বিপজ্জনক সামগ্রী বহন করেন বা পরিবহনের জন্য রেল প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করেন, তবে তাঁর তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডই হতে পারে। এছাড়া, এই ধরনের বিপজ্জনক সামগ্রী বহনের ফলে সৃষ্ট যেকোনো ক্ষয়ক্ষতি বা আঘাতের জন্যও সংশ্লিষ্ট অপরাধী দায়ী থাকবেন। একইভাবে, ১৯৮৯ সালের রেলওয়ে আইনের ১৬৭ নং ধারা অনুযায়ী, অন্য কোনো যাত্রী আপত্তি জানালে ট্রেনের কামরার ভেতরে ধূমপান করা নিষিদ্ধ। যেকোনো ট্রেন বা ট্রেনের কোনো অংশে ধূমপান নিষিদ্ধ করার ক্ষমতাও রেল প্রশাসনের রয়েছে। জন বিশ্বাস (বিধান সংশোধন) আইন, ২০২৬ অনুযায়ী, নির্ধারিত বিধান লঙ্ঘন করে ধূমপানের জরিমানা বাড়িয়ে ২,০০০.০০ টাকা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে এবং উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের হলে প্রযোজ্য বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির ৫,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। এছাড়াও, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন , ২০০৩-এর অধীনে নিষিদ্ধ জনসমক্ষে ধূমপান করলে ২০০.০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

এই ধরনের আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে পূর্ব রেল নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠোর অভিযান চালিয়ে আসছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (০১.০৪.২০২৫ থেকে ৩১.০৩.২০২৬ পর্যন্ত), ১৬৪ নং ধারায় মোট ১০৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার ফলে ১০৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং জরিমানা বাবদ ৯৫,২৫০.০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। ১৬৭ নং ধারায় ৫৪৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, ৫৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং জরিমানা বাবদ ৬০,৫০০.০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে, ০১.০৪.২০২৬ থেকে ৩১.১০.২০২৬ পর্যন্ত, ১৬৪ নং ধারায় ৫০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যাতে ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং জরিমানা বাবদ ৫০,৬৮০.০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৬৭ নং ধারায় ৪৫১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, ৪৫২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং জরিমানা বাবদ ৭,৪৬,০০০.০০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

নিরাপদ ও সুরক্ষিত ভ্রমণ পরিবেশ বজায় রাখতে পূর্ব রেল সমস্ত যাত্রীদের রেল কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছে। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা তাঁদের লাগেজ বা পার্সেলে কোনো দাহ্য, বিস্ফোরক বা অন্যান্য বিপজ্জনক সামগ্রী বহন না করেন, ট্রেনের কামরার ভেতরে ধূমপান থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকেন এবং কোনো সন্দেহজনক লাগেজ, বিপজ্জনক সামগ্রী বা ধূমপান সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা নজরে এলে অবিলম্বে রেল কর্মী বা আরপিএফ কর্মীদের জানান। যাত্রীদের সর্বদা সতর্ক থাকার এবং রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত সমস্ত সুরক্ষা নির্দেশাবলী মেনে চলারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে রেলের নিয়মাবলীর কঠোর প্রয়োগ এবং ব্যাপক যাত্রী সচেতনতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রী সুরক্ষা আরও সুদৃঢ় করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমরা প্রতিটি যাত্রীর কাছে দায়িত্বশীল আচরণ করার, ট্রেনে কখনোই দাহ্য বা বিপজ্জনক সামগ্রী বহন না করার এবং ট্রেনের কামরার ভেতরে ধূমপান থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকার আবেদন জানাই। অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ এবং মূল্যবান মানবজীবন রক্ষার ক্ষেত্রে যাত্রীদের সহযোগিতা ও সতর্কতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুরক্ষা কেবল রেল প্রশাসনের একার দায়িত্ব নয় এটি প্রতিটি রেল ব্যবহারকারীর সম্মিলিত দায়িত্ব।

এসইআর সেন্ট্রাল হাসপাতালের প্যাথলজি ল্যাবরেটরি এনএবিএল স্বীকৃতি লাভ করেছে

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতালের প্যাথলজি ল্যাবরেটরি, ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিজ'-এর স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই স্বীকৃতির মেয়াদ ২২ নভেম্বর ২০২৬ থেকে ২২ নভেম্বর ২০৩০ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'-এর অন্তর্ভুক্ত সংস্থা এনএবিএল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন গবেষণাগারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এটি পরীক্ষার নির্ভুলতা, নির্ভরযোগ্যতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং রোগ নির্ণয় পরিষেবার গুণমান নিশ্চিত করে। এনএবিএল-এর এই স্বীকৃতি ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রমাগত উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের চিকিসা বিভাগ বিভাগীয় হাসপাতালগুলোতেও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। গত ১৭ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে চক্রধরপুর বিভাগীয় রেলওয়ে হাসপাতালে একটি ৩৬-স্লাইস সিটি স্ক্যান মেশিন স্থাপন ও চালু করা হয়েছে। এই সুবিধার ফলে রেলওয়ে কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা, পাশাপাশি ঝা।খণ্ডের চক্রধরপুর ও এর আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী উপকৃত হবেন। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে স্বচ্ছ মন, স্বচ্ছ শরীর, স্বচ্ছ ঘর' নামে একটি অভিনব কর্মসূচি আয়োজন করেছে, যার লক্ষ্য হলো কর্মীদের দোরগোা।য় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিষয়ক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক কর্মী এবং স্টেশন কুলিদের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, যাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ বা প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ প্রায়শই সীমিত থাকে। এই কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, মানসিক চাপ কমানোর উপায় এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সবার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের পুরো জোড়াজুড়ে স্বচ্ছ মন, স্বচ্ছ শরীর, স্বচ্ছ ঘর' প্রচারণামূলক কার্যক্রম এখনো অব্যাহত রয়েছে। এই উদ্যোগগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং রেলওয়ের প্রতিটি কর্মীর সুস্থতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে।

মিনিস্ট্রি অফ এম.এস.এম.ই মন্ত্রকের অধীনস্ত জাতীয় এসসি এসটি হাব অনুষ্ঠিত হলো কল্যাণীর ঋত্বিক সদনে

প্রশান্ত দাশগুপ্ত ঃ আজ ২৭ নভেম্বর-২০২৬-কল্যাণীর ঋত্বিক সদন অডিটোরিয়াম হলে ভারত সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ (Ministry of MSME) মন্ত্রকের অধীনস্থ National SCST Hub (NSSH) এবং National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC)-এর উদ্যোগে ও Chamber Of Inclusive Trade Industry Association (CITIA)-এর সহযোগিতায় দিনব্যাপী Entrepreneur Awareness Special Vendor Development Program (EASVDP) সফলভাবে সম্পন্ন হলো।

নদীয়া জেলা ও কল্যাণী মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত উদীয়মান ও বিদ্যমান তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতি (SCST) উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোগপতি ও তরুণদের উপস্থিতিতে আজকের এই কর্মসূচি অত্যন্ত প্রাণব

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৫৩ সংখ্যা, শনিবার , ১১ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

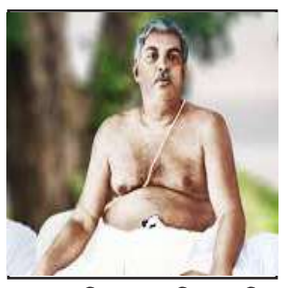
প্রাচীন গণতান্ত্রিক দেশ

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। প্রাচীন গ্রিসে তখন প্রধানত দুই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল। এর মধ্যে একটি হলো অলিগার্কি, আর অন্যটি হলো ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র। অলিগার্কি মানে অল্প কয়েকজন লোকের শাসন। এই অল্প কয়েকজন লোক হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে উঁচু বংশ এবং সম্পদশালী পরিবারের লোক। প্রাচীন গ্রিসের স্পার্টা রাষ্ট্রে ছিল এই অলিগার্কি শাসনব্যবস্থা। স্পার্টার মূলত যুদ্ধ এবং সামরিক শক্তির বিষয়েই তাদের বেশিরভাগ সম্পদ খরচ করত। স্পার্টা ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী নগর রাষ্ট্র। স্পার্টা মত আরেক শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল এথেন্স। এথেন্সে আবার চলত ডেমোক্রেটিক বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এথেন্সের মূল ফোকাস ছিল সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার দিকে। এক পর্যায়ে এথেন্সও স্পার্টার মত শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পায়। তবে স্পার্টা ছিল প্রতিষ্ঠিত শক্তি, অন্যদিকে এথেন্স ছিল উঠতি শক্তি। এথেন্স সবেমাত্র শক্তিশালী হয়ে উঠছিলো এবং সে সময়ের ভূ-রাজনীতিতে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারেনি। একসময় গিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধদ নামে পরিচিত। আর এই যুদ্ধের মাধ্যমেই গ্রীক সভ্যতার সোনালী যুগের ধ্বংস শুরু হয়ে যায়। এথেন্সের সাথে স্পার্টার এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে অনেক বিশেষজ্ঞই অনেক ব্যখ্যা দিয়েছেন। এদের মধ্যে গ্রিক ইতিহাসবিদ থুসিডাইডিসের ব্যখ্যায় একদম মূল কথাটা উঠে আসে। তাঁর মতে, এথেন্স যে নতুন শক্তি হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, এতে স্পার্টার ভয় হচ্ছিলো। এথেন্স যেন স্পার্টাকে ছাড়িয়ে না যেতে পারে সে ব্যবস্থা করাটাই তখন স্পার্টার একমাত্র মাথাব্যথা। স্পার্টার এই ভয় থেকেই দুই রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এই ঘটনাটা শুধু প্রাচীন গ্রীসেই সীমাবদ্ধ নয়। ইতিহাসে বার বার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেই উনিশ শতকের শুরুতে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, চীন ঘুমাচ্ছে, তাকে ঘুমাতে দাও। যদি এই ঘুম ভাঙে, সে পুরো পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিবে। নেপোলিয়নের সেই কথার পর কেটে গেছে বহু বছর। এখন ২০২৩ সাল। চীনের ঘুম সত্যি ভেঙেছে। বর্তমান পৃথিবীতে শিল্প ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের চরম মুহূর্ত চলছে। আর এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে আমরা স্পার্টা-এথেন্সের মতো একই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং প্রতিষ্ঠিত শক্তি। অন্যদিকে চীন হলো উঠতি শক্তি। শক্তিশালী দেশ হিসেবে চীনের উত্থান ছিলো আশ্চর্যজনকভাবে দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং নাটকীয়। এই নব্বইয়ের দশকেই চীন ছিল একটা গোবেচারা রাষ্ট্র। কিন্তু মাত্র কয়েক দশকের ভেতর চীন কৃষিপ্রধান সমাজ থেকে শিল্পোন্নত জাতিতে এবং বিশ্বের শীর্ষ শিল্প-উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে চীন এখন একটি মুখ্য চরিত্র। বর্তমান রাজনীতিতে গণতন্ত্র শব্দটা একেবারে বাদ পড়তে শুরু করে দিয়েছে। জনগণ ভোট দেয় বটে। তারপরে জনপ্রতিনিধিরা আর জনগণের কথা কানে নেয় না। জনগণকে দেখলে এড়িয়ে যেতে থাকে। জনগণ শুধু মাত্র ভোট দেওয়ার যন্ত্র বলে বলে মনে করে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারা। তারা মুখে বলে জনগণ হচ্ছে শক্তি। কিন্তু জনগণের মতামতকে গ্রহণ করে না।

ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল

আলোর নীচেই জমে থাকে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। কবি বিশ্ববন্দিত কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কথা কয়জনা জানে? যশোরের দক্ষিণডিহির বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণীর সাথে কবির যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সে নিতান্তই নাবালিকা। ঠাকুরবাড়ি ব্রাহ্ম। তাঁর নাম বদলে করা হল মৃণালিনী। অরবিন্দ-জায়ারও নাম ছিল মৃণালিনী। সে হোক। ঠাকুর গিন্নি সংসারের পাকে চক্রে ধীরে ধীরে গিন্নিপনাতেও যথেষ্ট পটু হয়ে উঠেছিলেন। শিলাইদহে সপরিবারে কবি যখন থাকতেন তখন জমিদারি দেখাশোনার জন্য তাঁকে দিনের পর দিন গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরতে হতো। একবার হয়েছে কী কবি বাড়ির বাইরে। এদিকে এস্টেটের সবচেয়ে মর্যাদাশীল দুজন বরকন্দাজের অন্যতম গণপৎ সিং-এর এক দেশ ওয়ালি ভাই মূলা সিং সটান পাঞ্জাব থেকে শিলাইদহে এসে হাজির। যেভাবেই হোক তার একটা কাজ চাই। অভাবের জ্বালায় সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। গণপৎ এসে সোজা ছোট মাইয়ার শরনাপন্ন হলেন। মেহেরবানী করে মূলাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিতে হবেই। এস্টেটের ম্যানেজারকে বলায় তিনি বলেছেন, কবি না আসা পর্যন্ত এতো বড় সিদ্ধান্ত তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। সব শুনে দয়াময়ী মৃণালিনী তখনই তাকে এস্টেটের পাহারাদারের কাজে লাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পনেরো টাকা মাসিক মাইনে। এদিকে মূলা সিং কাজে লাগলেও তার মন মেজাজ ভাল নেই। ছোট মা সবই লক্ষ্য করতে থাকেন। একদিন তাকে ডেকে ছোট মা সব জানতে চাইলেন। মূলা ছোট মার সামনে বসে কেঁদে ফেললো। জানা গেল মূলা সিংয়ের রোজ খোরাক বাবদ তিন সেরা আটা দরকার হয় । আটা কিনেই তো মাইনের টাকা শেষ । তা বাড়িতে টাকা পাঠাবে কোত্থেকে? সেই দুঃখেই সে সর্বদা মনমরা। ছোট মা মূলার কথা শুনে তক্ষুনি হুকুম দিলেন, আজ থেকে ঠাকুরবাড়ির ভাঁড়ার থেকে তিন সেরা করে আটা মূলার জন্য বরাদ্দ হল। কবি ফিরে এসে সব শুনলেন মৃণালিনীর কাছে। মৃণালিনী এবারে মূলার মাইনে বাড়াবার আর্জি জানালেন কবির কাছে। কবি মাইনে বাড়িয়ে করলেন কুড়ি টাকা। এবারে ম্যানেজার প্রস্তাব দিলেন, মূলার যখন মাইনে বেড়েছে তখন ভাঁড়ার থেকে আটা দেওয়া বন্ধ হোক। কিন্তু নাছোড় মৃণালিনী। সে বললে, তা কী করে হয়। একবার একটা কিছু দেওয়ার পর তা কি বন্ধ করা চলে?

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করতেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করতে হবে পুড়জোর মধ্যে দিয়ে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা অপরাধ। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে।

মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। তন্ত্র

সাধক রামপ্রসাদ



সাধক রামপ্রসাদ বলেন, শ্যামা মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে।

নেতাজি সুভাষ বোসের দেবী আরাধনা

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সেরা বীর অধিনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস যখন কলকাতায় ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন তিনি কলকাতার বহু বারোয়ারী দুর্গা পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সব দুর্গাপুজোর আয়োজন করতো বিপ্লবীরা। তাঁদের উদ্যোগে কলকাতা তথা বাংলায় বহু বারোয়ারী দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুর্গাপুজো হচ্ছে সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজো, বাগবাজারের দুর্গাপুজো, মলঙ্গা লেনের দুর্গাপুজো ইত্যাদি। তিনি সুদূর বর্মা মুলুকে মান্দালয়ের জেলেও দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়ার আগে এবং বাংলা থেকে গোপনে জার্মান যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বহু দুর্গা পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজো আয়োজন করেছিলেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু। সিমলা ব্যায়াম সমিতির বারোয়ারী পুজো শুরু হয়েছিল ১৯২৬ সালে। সিমলা অঞ্চলে মহেন্দ্র গোস্বামী লেনেই অতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে এই পুজো শুরু হয়েছিল। তখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বোসের বাড়িতে এসে মাঝে মধ্যে থাকতেন। সুভাষ চন্দ্র বোসের নির্দেশে এই পুজোকে বারোয়ারী পুজোয় পরিণত করা হয়। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা গোপনে এই পুজোয় যোগদান করতো। ব্রিটিশ সরকার একবার এই পুজোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তার ফলে দুই বছর এই পুজো বন্ধ ছিল। কলকাতা হাইকোর্টের আদেশে এই পুজো দুই বছর পরে আবার শুরু হয়। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। আগে এই পুজো একচালার ঠাকুর ছিল। কিন্তু পরে পাঁচ চালার ঠাকুর পুজো শুরু হলে স্থানীয় বহু সদস্যরা এর প্রতিবাদ করলে নেতাজি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি করেন। ১৯৩৯ সালে নেতাজি পাঁচ চালার চালার ঠাকুর পুজোর উদবোধন করেছিলেন।

কুমারটুলি সার্বজনীন দুর্গা পুজোর প্রাচীন রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীরাই এই পুজোর আয়োজন করতো। এই পুজোর সভাপতি ছিলেন স্যার হরিশঙ্কর পাল। সাত বছর পরে যখন নেতাজিকে সভাপতি পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল তখন তাতে আপত্তি করেছিলেন নেতাজি স্বয়ং। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজদের তাবেদারি করে যে পুজো তার সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ করতে একেবারে অপরাগ। সভাপতি স্যার হরিশঙ্কর পাল নেতাজির আপত্তির কারণ বুঝতে পেরে তিনি নিজেই পদত্যাগ করে সভাপতি পদ থেকে সরে যান। ১৯৩৮ সালে তখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস সভাপতি হলেন। কিন্তু পঞ্চমীর দিনেই ঘটল বিপত্তি। একচালার প্রতিমা সেই সময়ে পুজো করা হতো। হঠাৎ করে পঞ্চমী দিনে মণ্ডপে আগুন লেগে যাওয়ার ফলে প্রতিমা পুড়ে ছাই



হয়ে গেল। নেতাজি স্বয়ং ছুটে গেলেন শিল্পী গোপেশ্বর পালের কাছে। একদিনেই প্রতিমা তৈরি করে দিতে হবে বলে নেতাজি আবেদন করলেন তাঁকে। শিল্পী গোপেশ্বর পরিস্কার করে বললেন, একেবারে অসম্ভব। এদিনে ঠাকুর করা যাবে না। তখন বুদ্ধি করে শিল্পী গোপেশ্বর নিজে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করলেন আর লক্ষ্মী গণেশ, সরস্বতী এবং কার্তিক ঠাকুর তৈরি করলো অন্য শিল্পীরা। পাঁচ চালার ঠাকুর রাতারাতি নির্মাণ করে ষষ্ঠী দিন থেকে আবার পুজো শুরু হল। সেই সময়ে দেবী দুর্গা গায়ে উঠেছিল বাঘের ছাল। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল পুজো কমিটির সদস্যরা। তারপরে স্যার হরিশঙ্ক পাল নিজেই পাশে একটি আলাদা পুজো শুরু করেছিলেন। সেই পুজোটি হাটখোলার গোঁসাই পাড়ায় উঠে যায়।

বাগবাজারের দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল ১৯১৯ সালে। নেবুবাগান লেন এবং বাগবাজারের মোড়ে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। তখন এই পুজোর নাম ছিল নেবুবাগান বারোয়ারী দুর্গা পুজো। ১৯২৪ সালে এই পুজো সরে যায় বাগবাজার এবং পশুপতি বোস লেনের মুখে। পরের বছর চলে যায় কাঁটাপুকুর অঞ্চলে। ১৯২৭ সালেও স্থানান্তরিত হয়ে একটি কালী মন্দিরে এই পুজো হতো। ১৯৩০ সালে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলকাতা পুরসভার অল্ডার ম্যান। তিনি এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। পাঁচশো টাকা চাঁদাও দিতেন। তিনি এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। বাগবাজার পুজো প্রাঙ্গনে যে মেলা বসতো সেখানে স্বদেশি শিল্পীদের হাতে তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করা হতো। কোনও বিদেশি জিনিস সেখনে বিক্রি করা নিষিদ্ধ ছিল। মহা অষ্টমীর দিনে বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস তাঁর শিষ্যদের নিয়ে লাঠি খেলা, ছুরি খেলা দেখাতেন। ১৯৩৬ সালে এই পুজোর সভাপতি হয়েছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং স্যার হরি শঙ্কর পাল এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সোনার পুরের কোদালিয়াতে নেতাজির পৈতৃক ভিটে বাড়ি। সেখানকার পুজো তিনশো বছরে পদার্পন করতে শুরু করে দিয়েছে। ২০১৩ সালে নেতাজির বাড়িটিতে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা দেয় পুরসভা। নেতাজির পরিবারের সব সদস্যরা পুজোর দিন এসে মিলিত হন। এই অঞ্চলটিকে বোস বাড়া বলে সবাই জানে। বোস পাড়ায় দুটো পুজো হয়। একটি পুজো হয় খড়ের চাল দেওয়া ঘরে। আর একটি পুজো হয় ঠাকুর দালানে। নেতাজির প্রপিতামহ হরনাথ বোস এই ঠাকুর দালানটি নির্মাণ করেছিলেন। এখান হরিনাথ বোসের নামে একটি লজও রয়েছে। ১৮৮০ সালে জানকী নাথ বোস প্রভাবতী দত্তকে বিবাহ করে কটকে চলে যান। কিন্তু প্রতি বছর মাস দুয়েক তিনি এখানে এসে থাকতেন।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের জন্য পুজোর সামগ্রী নিয়ে এসে দান করতেন। এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য যিনি পরবর্তীকালে এম এন রায় নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জন্ম গ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্ম দিনে কোদালিয়ার বসত বাটিটি সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। যে ঘরে জানকী নাথ বোস এবং প্রভাবতী বোস থাকতেন সেই ঘর সকলের দেখার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কটকে মিলিনিয়াম পার্ককে নিয়ে যেমন একটি গল্প আছে পাশাপাশি কটকে দুর্গাবাড়ি স্মৃতি পুজোকে নিয়ে গল্প জড়িয়ে আছে। ১৯১৬ সালে কটকে এই পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিস্কৃত হন। কটক দুর্গাবাড়ি স্মৃতি কমিটির সম্পাদক জানালেন, নেতাজি ১৯১৬ সালে বেশ কয়েকদিন ধরে কটকে বসবাস করছিলেন। সেই সময়ে তাঁর কটকের বন্ধুরা মিলে ওড়িয়া বাজারে দুর্গা পুজোর আয়োজন করে। এই পুজো এখনও বন্ধ হয়নি। তবে পুজোর দিন নেতাজির একটি বিশাল ছবি টাঙ্গানো হয়ে থাকে। ১৯৪১ সালে এই সংস্থার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল। ১৯৪১ সালে এই পুজোর প্লাটিনাম জুবিলি ছিল। তখন সেখানে নেতাজির একটি মূর্তি বসানো হয়েছে। বক্সি বাজার বাধেই সাহী পুজো কমিটির দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন জানকী নাথ বোস। নোতজির পিতা জানকী নাথ বোস এই সংস্থার ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৮ সালে এই পুজো শুরু হয়েছিল একটি বাড়ীতে। বহু অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার কারণে এই পুজো সরে আসে বাধেই সাহীতে। এখনও সেখানে পুজো হচ্ছে প্রাচীন রীতিনীতি মেনেই। বর্মার মান্দালয়ের জেলে দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। তিনি তখন মান্দালয়ের কারাগারে ছিলেন। ১৯২৬ সালে এই পুজো শুরু করেন নেতাজি। এই পুজোতে যোগ দিয়েছিল কারাগারের সমস্ত বন্দিরা। ব্রিটিশ সরকার কায়েদিদের পুজোর আর্থিক ভাতা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নেতাজি। তিনি বলেন, '' যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়, জীবিকা নষ্ট হয়, যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়, সম্মান নষ্ট হয়, ধর্মীয় স্বাধীনতা হারিয়ে যায়, তখন সব কিছু হারিয়ে যায়।''

পরাধীন ভারতে মনীষীরা

বুদ্ধদেব মিশ্র

পরাধীন যুগে ভারতের সম্মানকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিতা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন বাংলার বেশ কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা। তারা ভারতের সম্মানকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। ভারতের যখন ব্রিটিশ শক্তি এসে প্রবেশ করলো তখন ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। সেখানে শুরু হয়েছে নতুন কলকারখানা থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের উচ্চস্তরের অধ্যায়ন। তারই প্রভাব ভারতের ওপরে বিশেষ করে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানি। তার ফলে কলকাতা থেকে শুরু হয়েছিল বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ। এই নবজাগরণের ফলে একদিকে শিল্প কলকারখানা যেমন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল পাশাপাশি আবার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি লাভ করে। ইংরেজরা আসার ফলে কলকাতা তথা ভারতের ওপরে ব্রিটিশ সভ্যতার প্রভাব পড়তে শুরু করে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার পিছনে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব পরোক্ষভাবে কেন প্রত্যক্ষভাবেও কাজ করেছিল। তখন বাংলার মেধাবী ছাত্ররা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়াশুনার সুযোগ অনায়সে পেত। কলকাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল আন্তর্জাতিক শিক্ষা মানের সম্মানে সম্মানিত। যার ফলে কলকাতা থেকে যেসব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসরা বিশ্ব দরবারে নাম করেছিলেন তাঁদের শিক্ষার ভিত কিন্তু বাংলা থেকে শুরু হয়েছিল। পরে সেই সব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা বিলাতে গিয়ে আরও বেশি করে অধ্যায়ন এবং চর্চা করে তাদের অভিজ্ঞতার মান বৃদ্ধি করে। বাংলায় প্রথম বিজ্ঞান চর্চার রাস্তা তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি লিছেছিলেন বাংলায় বহু শাস্ত্র পুবাণ এবং সাহিত্য চর্চা হযেছে। এখন বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করতে হবে। তাঁরই কথার পথ ধরে এগিয়ে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশায়। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রথম চেষ্টা করেছিলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করে দেওয়ার। তার জন্য তাঁকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঠাকুর বাড়িরপ্রধান কর্তা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সেই পত্রিকার নাম ছিল 'তত্তবোদিনী পত্রিকা'। সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত হতো। এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানে জয়যাত্রায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার অবদান কম নয়। আচার্য প্রফুল্ল কুমার রায় রসায়ন বিজ্ঞানের পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মতো রসায়ন বিজ্ঞানী তখন ভারতে বলতে গেলে দুর্লভ। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান গবেষণায় রত ছিলেন। সেখানেই তাঁর গবেষণা কেন্দ্র ছিল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করতেন। তিনি বিপ্লবীদের বোমা তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর গবেষণাগারকে ব্যবহার করতে সম্মতি দান করেছিলেন। বাংলার বিপ্লবী বোমা আন্দোলনের ব্যাপারে ভগিনী নিবেদিতার নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। তিনি শুধু বাংলার বিপ্লবীদের সমর্থক ছিলেন শুধু নন, তিনি ভারতের বিজ্ঞান চর্চা যাতে প্রসারিত হতে পারে তার জন্য তিনি আচার্য জগদীশ বোসকে সহায়তা করে গিয়েছেন। বিশ্ব দরবারে আচার্য জগদীশ চন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ছিলেন আচার্য জগদীশ বোসের উৎসাহীদাত্রী। যখন আটার্য জগদীশ বোস হতাশ হয়েছেন তখন ভগিনী নিবেদিতা এসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে তাঁকে নিরাশ হওয়া থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। সুতরাং বাংলার বিজ্ঞান চর্চার কথা বলতে গেলে ভগিনী নিবেদিতার অবদানকে অস্বীকার করা চলবে না। তিনি আবার কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করতে জগদীশ বোসকে আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে মানসিক শক্তির যোগান দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বলেই জগদীশ চন্দ্র বোস 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকে সেখান থেকে রয়েক বছর ধরে শয়ে শয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে বিশ্ব দরবারে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছে ছাত্ররা। রাজা বাজার সায়েন্স কলেজ বাংলার বিজ্ঞান দরবারে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান কলেজ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এটা মনে প্রাণে চাইতেন। তাঁর চিন্তার ফসল আজকের রাজা বাজার অঞ্চলে বিজ্ঞান কলেজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হলেও তিনি কিন্তু বিজ্ঞান বা চিকিৎসা জগতের থেকে উদাসীন ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই রচনা করেছিলেন সেই বইটির নাম হচ্ছে 'বিশ্ব পরিচয়'। বাংলা যে বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব তার পথটাকে তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বহু বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন।

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব ঃ বাংলার সিনেমার চিরভাস্কর নায়িকা সুচিত্রা সেন

বরেন গোস্বামী

সুচিত্রা সেনকে কোনও দিন 'ম্যাডাম' বলে ডাকিনি। কোনও দিন 'রমাদি'ও বলিনি। একটা বিশেষ আত্মীয়তাবোধে ওঁকে 'কাকিমা' বলে ডেকে এসেছি বরাবর। সেই 'কাকিমা' আমার কাছে চিরপ্রণম্য হয়ে থাকবেন। আমাদের ছায়াবাণী পিকচার্সের ব্যানারে ওঁর বেশ কিছু ছবি ছিল। 'হারানো সুর', 'সপ্তপদী', 'গৃহদাহ', 'কমললতা', 'আলো আমার আলো'। 'হসপিটাল' আর 'উত্তর ফাল্গুনী'ও...। ১৯৭২ সালে 'আলো আমার আলো' ছবিটি ছায়াবাণীর সঙ্গে ওঁর শেষ কাজ। আর সেই সময় থেকেই আমি কাকিমার হিসাবরক্ষক এবং ইনকাম ট্যাক্স ল'ইয়ার হয়ে যাই। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত টানা ওঁকে কাছ থেকে দেখেছি।

দেখে-শুনে যেটা বুঝেছি, সুচিত্রা সেন মানে বহুমুখী গুণের আধার এক মানবী। মানবী না বলে দেবীও বলা যায়। খুব মানবিক অনুভূতি ছিল ওঁর। আমি ছিলাম নিতান্ত অভাবী। কষ্ট করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি কিছুটা লেখাপড়া শিখে। তখন উনিই আমায় প্রথম ওঁর ল'ইয়ার করেন এবং কাজের সুযোগ দেন। প্রথম কেরিয়ার তৈরির সময় অনেক সুপরামর্শ পেয়েছি। হিসাব দেখাশোনার কাজ করতে গিয়েই উপলব্ধি করেছি যে, কাকিমা খুবই বাস্তববাদী মানুষ। বিষয়আশয় কী করে রক্ষা করা যায়, কী ভাবে পয়সাকড়ি অপব্যয় না করে তার সদ্ব্যবহার করতে হয়, সেটা নিয়ে ওঁর ধ্যানধারণা ছিল খুব পরিষ্কার। খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। স্কুল-কলেজের তথাকথিত শিক্ষা পাওয়ার অবকাশ উনি পাননি। কিন্তু মনেপ্রাণে কী অসম্ভব শিক্ষিত ছিলেন!

নায়িকাদের মধ্যে একমাত্র কানন দেবীই কিছু সম্পত্তি রক্ষা করতে পেরেছিলেন। কিছু বিনিয়োগ করেছিলেন। জীবনটা নিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছিল। বাকিদের কারও নাম বলব না, সকলেই কমবেশি অর্থাভাব দেখেছেন। যেটা কাকিমাকে দেখতে হয়নি। কাজ করার পাশাপাশি সঞ্চয়ী ছিলেন যে! সেই কারণেই ১৯৫৫ সালে বালিগঞ্জ



সার্কুলার রোডে অমন একখানা প্রাসাদোপম বাড়ি করতে পেরেছিলেন। কী সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতেন সেই বাড়ি! এখনও চোখে লেগে আছে। শেষমেশ ওই বাড়ি যে রিয়েল এস্টেটের হাতে তুলে দেওয়া হল, সেটাও আমার ধারণা, ওঁর হিসেবি মনেরই পরিচয়।

অনেকেরই ধারণা উনি উন্নাসিক, অহংকারী। ওঁর সেই ডায়লগটার মতোই বোধহয়, 'আমাকে টাচ করবে না'। এটা কিন্তু ভুল ধারণা। শ্যুটিংয়ে যখন আসতেন, টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে কী যে আন্তরিক ব্যবহার করতেন! নিজের ভারিক্কি ব্যক্তিত্ব ধরে রেখেই করতেন। ইউনিটে কে কখন খেল না খেল, কার শরীর খারাপ, কার ছেলেমেয়ের কেমন পড়াশোনা চলছে সব খবরই থাকত নখদর্পণে। সঞ্চয় যেমন করেছিলেন, তেমন প্রয়োজনে খরচ করতেও কার্পণ্য করতেন না। কার মেয়ের বিয়েতে টাকা লাগবে, কার বাবা-মা অসুস্থ, কে অভাবে পড়ে সংসার চালাতে পারছে না সকলকে আর্থিক সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। তখনকার দিনে তো আয়ের এত রাস্তা ছিল না। এখন যেমন টিভি

পুরুলিয়ায় পালিত হল আন্তর্জাতিক বাল্য, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বলপূর্বক বিবাহ দূরীকরণ দিবস, সংবর্ধিত পাঁচ বীরাঙ্গনা

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২৭ নভেম্বর ঃ এদিন শুক্রবার পুরুলিয়ার রবীন্দ্র ভবনে জেলাস্তরে পালিত হল 'আন্তর্জাতিক বাল্য, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বলপূর্বক বিবাহ দূরীকরণ দিবস'। 'বাল্য বিবাহ বন্ধ হোক' স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয় এবং বাল্যবিবাহ রুখে দেওয়ার সাহসী পদক্ষেপকে সম্মান জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে নিজের বাল্যবিবাহ রুখে দেওয়া পাঁচজন সাহসী কিশোরীকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত করা হয়। তাঁদের এই অদম্য সাহস ও দৃঢ়তা উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়ায়। আজকের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, বিচারক (জজ), অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং ডিএসপি (ডিএনটি)-সহ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বাল্যবিবাহ রোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বলপূর্বক বিবাহের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। স্কুল পড়ুয়াদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পাঁচ বীরাঙ্গনার সম্মাননা এই উদ্যোগকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।





ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখতে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড কলকাতার কর্পোরেট দপ্তরে সংবিধান দিবস পালন করেছে। এই উপলক্ষ্যে, সংস্থার ঊর্ধ্বতন আধিকারিক ও কর্মীরা ড. বি. আর. আম্বেদকরের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন।

বেশি দামে পণ্য বিক্রি করলে আইনি ব্যবস্থা, গোপীবল্লভপুর বাজারে প্রশাসনের অভিযান

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৭ নভেম্বর ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি রুখতে এবং বাজারদরের উপর নজরদারি বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিল প্রশাসন। শুক্রবার গোপীবল্লভপুর বাজারে অভিযান চালাল গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ ও গোপীবল্লভপুর-১ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকেরা। বাজারের বিভিন্ন সবজি ও ফলের দোকান-সহ একাধিক মুদিখানার দোকানে গিয়ে পণ্যের দাম খতিয়ে দেখেন তাঁরা। অভিযান চলাকালীন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেওয়া হয়। পাশাপাশি বাজারে কোনও ব্যবসায়ী যাতে অযৌক্তিক ভাবে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করতে না পারেন, সেই বিষয়ে সতর্ক করেন আধিকারিকেরা। নির্ধারিত ও ন্যায্য বাজারদরের তুলনায় অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি কিংবা ক্রেতাদের কাছ থেকে অন্যায় ভাবে বেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষা, ন্যায্য দামে পণ্য বিক্রি এবং বাজারে স্বচ্ছতা বজায় রাখার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সচেতন করা হয়। প্রশাসনের এই অভিযানের মূল লক্ষ্য বাজারে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি এবং অযৌক্তিক দাম নেওয়ার প্রবণতা বন্ধ করা। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামের উপর প্রশাসনের এই নজরদারি বজায় থাকলে সাধারণ ক্রেতারা উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

কালনা-বর্ধমান বাসের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে মৃত ১ যুবক! গুরুতর আহত ২

প্রসেনজিত দেবনাথ, কালনা, ২৭ নভেম্বর ঃ কালনা থানার অন্তর্গত কেষ্টপুরের সুন্দলপুর মোড় এলাকায় কালনা-বর্ধমান রুটের একটি বাসের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু'জন। শুক্রবার সকালে এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি বাইকে চেপে তিনজন যুবক যাচ্ছিলেন। সেই সময় সুন্দলপুর মোড় এলাকায় উল্টোদিক থেকে আসা কালনা-বর্ধমান রুটের একটি বাসের সঙ্গে বাইকটির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাইকে থাকা তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তাঁরা। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। আহত তিনজনকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা গৌতম কর্মকার নামে এক যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, আহত দু'জনের নাম কবিরুল শেখ ও রুবি রুইদাস। বর্তমানে তাঁদের কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, বাইকটি দ্রুতগতিতে চলার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। যদিও দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন। একটি বাইকে তিনজনের যাতায়াত এবং বাসের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে ফের একবার পথ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুক্রবার সকালের এই দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে তাঁর পরিবার ও এলাকায়।



উদ্বোধনের পর আজও চালু হয়নি লালগোলায় পদ্মা নদীর উপর নৌবন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৭ নভেম্বর ঃ লালগোলায় পদ্মা নদীর উপর নৌবন্দর চালু হয় ঢাকঢোল পিটিয়ে, কিন্তু উদ্বোধনের পর আজও চালু হয়নি পরিষেবা। ফলে গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে এখন আক্ষেপের সুর। দ্রুত নৌবন্দর চালু হোক, এখন এটাই দাবি সকলের। একদিকে বাংলার লালগোলা, ওপারেই বাংলাদেশ। পণ্য পরিবহণের কথা মাথায় রেখেই গড়ে তোলা হয় এই নৌবন্দর। ৫৮ বছর আগে এই পথে ভারত- বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য আনা-নেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে সড়ক ও রেলপথে পণ্য পরিবহণ চলছে, যাতে উভয় দেশেরই খরচ বেশি। জানা যায়, সুলতানগঞ্জ নৌবন্দরের মাধ্যমে লালগোলা থেকে পণ্য আমদানিতে সময় ও খরচ, দুটোই কমবে বলে আশাবাদী ছিল কেন্দ্র। এতে দুই দেশের ব্যবসায়ীরাই লাভবান হবেন বলে আশা ছিল অনেকের। কিন্তু বাস্তবে আজও শুরু হয়নি বন্দর পরিষেবা। সীমান্তবর্তী লালগোলায় বড় শিল্প না থাকলেও এই বন্দরের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন এলাকার বহু মানুষ। বাংলাদেশের রাজশাহী থেকে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পর্যন্ত ৭৮ কিলোমিটার একটি নৌপথের অনুমোদন থাকলেও পদ্মার নাব্যতা সংকটের কারণে তা কার্যকর করা যায়নি। ফলে রুটটি সুলতানগঞ্জ থেকে ময়া নৌবন্দর পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং আড়াআড়িভাবে ২০ কিলোমিটার পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে পণ্য আনা-নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুরুতে এই নৌপথে ভারত থেকে পাথর, বালি ও বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু উদ্বোধনের এক বছরের বেশি সময় কেটে গেলেও পরিষেবা চালু না হওয়ায় এলাকার বাণিজ্যিক উন্নতির স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে। সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়যুক্ত হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যে গেরুয়া সরকার। আর এই ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে দ্রুত এখানকার পরিষেবা চালু হোক এটাই চান স্থানীয়রা থেকে ব্যবসায়ীরা। যার সুফল হাতেনাতে পেতে মুখিয়ে এলাকাবাসী।

এনডিআরএফ-এর সমন্বয়ে বর্ধমানে বৃহৎ পরিসরে যৌথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মহড়া পরিচালনা করল পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি, জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা এবং উদ্ধারকার্যের সক্ষমতা যাচাই ও আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের উদ্যোগে ২০২৬ সালের ২৭ নভেম্বর বর্ধমান ইয়ার্ডে বৃহৎ পরিসরে একটি যৌথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব রেলের সেফটি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই মহড়াটি প্রিন্সিপাল চিফ সেফটি অফিসার রাঘবেন্দ্র সরস্বত এবং হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিশাল কাপুরের নির্দেশনায় এবং হাওড়ার সিনিয়র ডিভিশনাল সেফটি অফিসারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এই মহড়ায় কলকাতার ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ)-এর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন সমন্বয় সাধন করে। এছাড়াও ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, রাজ্য পুলিশ, দমকল বাহিনী, জিআরপি, আরপিএফ, ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি এবং অন্যান্য জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা অংশগ্রহণ করে। বর্ধমান ইয়ার্ডে দুটি রেল কোচ লাইনচ্যুত হয়ে উল্টে যাওয়ার একটি কাল্পনিক রেল দুর্ঘটনার পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। সকাল ১১ টায় মহড়া শুরু হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির সতর্কতা, দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের সময়সীমা এবং পারস্পরিক সমন্বয় যাচাই করার জন্য দুর্ঘটনার খবর হাওড়া কন্ট্রোলকে জানানো হয়। দ্রুত দুর্ঘটনা মোকাবিলা ট্রেন (এআরটি) ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রীদের তথ্য প্রদান ও সহায়তার ব্যবস্থা মূল্যায়নের জন্য বর্ধমান, ব্যান্ডেল এবং হাওড়া স্টেশনেও অনুসন্ধান কেন্দ্র ও যাত্রী সহায়তা ডেস্ক স্থাপন করা হয়। সাধারণ যাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা বা আতঙ্কের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সমগ্র কার্যক্রমটিকে স্পষ্টভাবে মহড়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মহড়ায় রেলের বিভিন্ন বিভাগের প্রস্তুতি ও কার্যক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়। এর মধ্যে সেফটি, মেডিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, অপারেটিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল, কমার্শিয়াল, পার্সোনেল এবং সিকিউরিটি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মহড়ায় কাল্পনিক উদ্ধার ও যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কার্যক্রম, প্রাথমিক চিকিৎসা, চিকিৎসা সহায়তা, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য এককালীন আর্থিক ক্ষতিপূরণ (এক্স-গ্রেশিয়া) প্রদানের ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অংশগ্রহণকারী দলগুলি সমগ্র মহড়া জুড়ে পারস্পরিক সমন্বয় ও কার্যকরী প্রস্তুতির পরিচয় দেয়। এই উপলক্ষে হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিশাল কাপুর বলেন, এনডিআরএফ-এর সঙ্গে এ ধরনের যৌথ মহড়া জরুরি পরিস্থিতিতে মোকাবিলার সক্ষমতা, কার্যপরিচালনার দক্ষতা এবং রেলের উদ্ধারকারী দলগুলির প্রস্তুতি মূল্যায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের মহড়ার মাধ্যমে রেলকর্মীরা আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম, কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। একইসঙ্গে এনডিআরএফ- এর কর্মীরাও রেল কোচের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং রেল দুর্ঘটনায় উদ্ধারকার্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। উন্নতির ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করা এবং জরুরি পরিষেবায় নিয়োজিত কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই ধরনের যৌথ মহড়া নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়। হাওড়া ডিভিশনের অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট / হাওড়া এবং হাওড়া ডিভিশনের অন্যান্য শাখার আধিকারিকরাও মহড়ার স্থান ও হাওড়া কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া ডিভিশনের এই মহড়া প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি বলেন, জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্বে পূর্ব রেল নিয়মিত প্রশিক্ষণ, পরিকল্পিত দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া, দক্ষ জরুরি মোকাবিলা ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির সঙ্গে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে যাত্রী নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।



মুর্শিদাবাদে মাদক পাচার রুখতে বড় সাফল্য জেলা পুলিশের, ৪ কোটি টাকার হেরোইন সহ ধৃত ১

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৭ নভেম্বর ঃ মাদক পাচার রুখতে সদা তৎপর জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে মুর্শিদাবাদ থেকে ভিন রাজ্যে বিপুল পরিমান মাদক পাচার করতে গিয়ে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ মিনারুল ইসলাম। তাঁর বাড়ি লালগোলা থানা এলাকার বাজুপুরে। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ ৪ কেজি ২৪৯ গ্রাম উন্নত মানের হেরোইন উদ্ধার করেছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় চার কোটি টাকার কাছাকাছি। সাম্প্রতিক সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলা তথা এই রাজ্যে এক লপ্তে এতো বিপুল পরিমান মাদক উদ্ধার হয়নি বলেই জানা গেছে। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল বাসুদেবপুর সংলগ্ন নতুন জালাদিপুর পিলকি মোড় এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর নাকা তল্লাশি চালায়। সেই সময় বাইকে করে মাদক সহ জঙ্গিপুরের দিক থেকে ফরাক্কার দিকে যাচ্ছিল মিনারুল। তাঁকে দেখে পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি চালানো হয়। এরপরই তার কাছে থাকা একটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ৪ কেজি ২৪৯ গ্রাম হেরোইন। এরপরই মিনারুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর মোটরসাইকেলটিও। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, লালগোলার কোনো মাদক কারবারির কাছ থেকে বিপুল পরিমান হেরোইন সংগ্রহ করা হয়েছিল। এরপর ফরাক্কা অথবা মালদার মাদক পাচারকারীদের কাছে এই বিপুল পরিমাণ হেরোইন পাচারের উদ্দেশ্য ছিল ধৃতের। কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় মাঝপথেই ধরা পড়ে যায় সে। ধৃত মিনারুল ইসলাম এই বিপুল পরিমাণ হেরোইন কোথা থেকে পেয়েছিল এবং এই হেরোইন কাকে পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। ধৃত মিনারুলের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে শুক্রবার তাকে এনডিপিএস আদালতে পেশ করেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। এসডিপিও (ফরাক্কা) দীপেন্দ্র তামাং জানান, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছি। জাতীয় সড়কে নিয়মিত নাকা তল্লাশি চলছে। গোপন সূত্রের খবর পেয়েই এই অভিযান চালানো হয়। এই বিপুল পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার আমাদের বড় সাফল্য। সাম্প্রতিক সময়ে একসঙ্গে এত বিপুল পরিমান হেরোইন উদ্ধার হয়নি। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, 'নেশা মুক্ত ভারত' অভিযানের অংশ হিসেবে মুর্শিদাবাদের সমস্ত থানা এলাকায় পুলিশের তরফ থেকে নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। গত কয়েকদিনে জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় বিপুল পরিমান কাশির সিরাপ (এই বিশেষ সিরাপ নেশার জন্য ব্যবহার করা হয়) ছাড়াও লালগোলা থানার পুলিশও প্রায় ১ কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, আর মাত্র কিছু দিন পর ইংরেজি নতুন বছর এবং বড়দিন। সেই কারণে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর হোটেলে 'পার্টি' অনুষ্ঠিত হবে। সূত্রের খবর, বিভিন্ন বড় হোটেলে পার্টিগুলোতে অনেক সময়ই মাদকের চাহিদা থাকে। সেই কারণেই গোপনে এখন থেকেই মাদক মজুত করা শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, আগামীদিন মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান আরো জোরদার করা হবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা নারেঙ্গী ক্যান্টনমেন্টে রেলওয়ে সুবিধার জন্য নতুন এমওইউ

মালিগাঁও, ২৭ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে গুয়াহাটির নারেঙ্গী ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত অতিরিক্ত রেল সুবিধাটির পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি নতুন এমওইউ স্বাক্ষর করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সুবিধাটি ব্যবহারের শর্তাবলি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর রেল পরিবহন সংক্রান্ত চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে উভয় সংস্থার মধ্যে সুগম সমন্বয় বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ধরনের সুবিধা সেনাবাহিনীর সাপ্লাই ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্যতা এবং কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতিতে সহায়তা করবে, যা দেশের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলওয়ে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে মেজর জেনারেল ডি. কে. আর. গৌতম, কর্নেল আকাশ খাজানচি, কর্নেল কে. জি. সিং, কর্নেল পি. বোরা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল দিবাকর পারমার এবং কর্নেল সঞ্জীব ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন দ্বারা পরিচালিত নারেঙ্গীর মিলিটারি সাইডিংটি প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষের রেল সীমান্ত রেলওয়ে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে সমন্বয়কে আরও শক্তিশালী করবে। ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ পরিবহনের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ১৯৯৯-এর ১৫ অক্টোবরে চালু করা হয়েছিল। এই নতুন চুক্তিটি নারেঙ্গী সাইডিংয়ের মাধ্যমে রেল চলাচলের পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব রেল সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্তমানে সেনাবাহিনীকে যানবাহন, সরঞ্জাম এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী সময়মতো স্থানান্তর করতে সহায়তা করে।



বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ গোলাম মোর্তজা, পিতা- সেখ সওগাত আলি, সাং- দঃ কোলডাঙা, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, আব্দুল জলিল লস্কর, ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ মাসুদ আহমেদ ইহার নিকট হইতে ADSR-ডোমজুড় অফিসের রেজিস্টিকৃত 40-0536/12 নম্বর আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা-ডোমজুড়, মৌজা- নতীবপুর, জেএল নং- ১৯, হাল-১২৮৮নং খতিয়ানে, হাল ১৮০০ নং দাগে ৩৩ শতক সম্পত্তি 40-2915/2024 দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয় দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একমাসের মধ্যে B.L. & L.R.O. ডোমজুড় অফিসের নিকট আপিল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২২২-এস/১/ডব্লু--II তারিখঃ ২৫.১১.২০২৬। নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি অনলাইনে আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্রম নং. (১) টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২১৯-২৬-২৭; কাজের নামঃ কৃষ্ণনগর সিটি, শান্তিপুর ও গেদে-তে রানিং রুমের নতুন ভবন নির্মাণ এবং মহিলাদের জন্য কক্ষসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন। টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ৩,২০,৬১,২৭৬.৬৮; ইএমডিঃ ₹ ৬,৪১,২০০.০০; ক্রম নং. (২) টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২২১-২৬-২৭; কাজের নামঃ ডিইএন/III/শিয়ালদহ শাখার এলএইচএস/আরইউবি-তে মোট ১৩টি স্যাক্রিফিসিয়াল হাইট গেজ স্থাপনসহ অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ২,২০,৭৯,৪৩৪.১৩; ইএমডিঃ ₹ ৪,৪১,৬০০.০০ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ক্রম নং. ১-এর জন্য ১৮.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায় এবং ক্রম নং. ২-এর জন্য ২১.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়; কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ ক্রম নং. ১-এর জন্য ১২ (বারো) মাস এবং ক্রম নং. ২-এর জন্য (০৯) নয় মাস। টেন্ডার সংক্রান্ত নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য টেন্ডার জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জমা দেওয়া টেন্ডার সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৮.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে ক্রম নং. ১-এর জন্য এবং ২১.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে ক্রম নং. ২-এর জন্য।

SDAH-323/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আইসিএফ এবং এলএইচবি কোচের কোচসমূহ ও আন্ডারগিয়ার-এর পরিষ্কারকরণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ DBWS-NIET-19-2026-27; তারিখঃ 25-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নামঃ ডিবিডব্লিউএস-এ ৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য আইসিএফ এবং এলএইচবি উভয় প্রকার কোচের কোচসমূহ ও আন্ডারগিয়ার-এর পরিষ্কারকরণ। কাজের আনুমানিক খরচঃ ৮৭,২৩,০৫২ টাকা @১৮% জিএসটি সহ; বায়নার ধনঃ ১,৭৪,৫০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৭-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১৭-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১-এর কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ১৭-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার/ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ/ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Tender Reference No:- BAGHAR-II GP/6TH SFC UNTIED/2137 Date:-26/11/2026
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of CONSTRUCTION OF CC ROAD. NAME OF FUND: 6TH SFC, UNTIED. Bid submission end date 04/12/2026 upto 16.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 07/12/2026 at 12.00 P.M. For details please visit website: **https://tenders.wb.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

Tender Reference No:- BAGHAR-II GP/6TH SFC TIED/2140 Date:-26/11/2026
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of CONSTRUCTION OF CC ROAD. NAME OF FUND: 6TH SFC, TIED. Bid submission end date 04/12/2026 upto 16.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 07/12/2026 at 12.00 P.M. For details please visit website: **https://tenders.wb.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

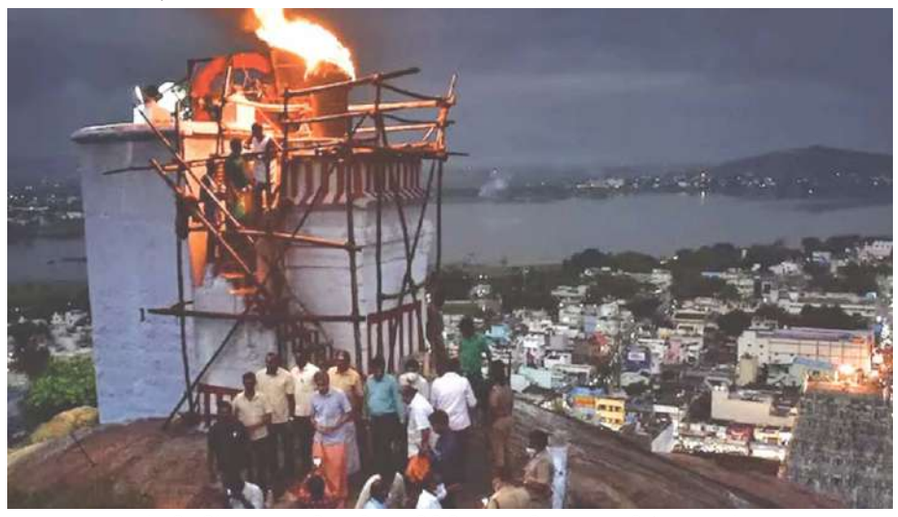
Tender Reference No:- BAGHAR-II GP/6TH SFC TIED/2136 Date:-26/11/2026
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of INSTALLATION OF MINI SUBMERSIBLE WITH PIPE LINE WATER SUPPLY. NAME OF FUND: 6TH SFC, TIED. Bid submission end date 04/12/2026 upto 16.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 07/12/2026 at 12.00 P.M. For details please visit website: **https://tenders.wb.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল তাপস মিত্র (পিতাঃ নিহার রঞ্জন মিত্র, ঠিকানাঃ বামনগাছি, দত্তপুকুর)-এর একটি মূল বিক্রয় দলিল হারিয়ে গেছে। দলিলটি বারাসাত ডিএসআর-২ (DSR-II) কার্যালয়ে নিবন্ধিত ছিল এবং তা ১ নম্বর বইয়ের ৭৭ নম্বর ভলিউমে ২৩৯ থেকে ২৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নথিভুক্ত রয়েছে (২০০২ সালের ৪১৭৩ নম্বর দলিল)। এই বিষয়ে দত্তপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে একটি জিডিই (GDE নং ১৪৬১ / ২৬, তারিখঃ ২৬.১১.২০২৬) করা হয়েছে। উক্ত দলিলের বিষয়বস্তু নিয়ে যদি কারও কোনো দাবি, অংশ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ নি

‘আগামিকালই দীপথুনে জ্বালাতে হবে প্রদীপ’, তামিলনাড়ু সরকারকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

মাদুরাই, ২৭ নভেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে তিরুপারানকুন্দ্রাম পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত দীপথুন’ স্তম্ভে প্রদীপ জ্বালানোকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে বিতর্ক। ধর্মীয় রীতিনীতি, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং আদালতের নির্দেশকে ঘিরে ক্রমশ জটিল হয়েছে পরিস্থিতি। এবার সেই বিতর্কে আরও কড়া অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার শীর্ষ আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামীকালই বিতর্কিত দীপথুন’ স্তম্ভে প্রদীপ প্রজ্বলন করতে হবে। শুধু তাই নয়, আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর না করার অভিযোগে মাদুরাইয়ের আরুলমিগু সুব্রহ্মণ্যস্বামী মন্দিরের ট্রাস্টিদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার নির্দেশও দিয়েছে আদালত। একইসঙ্গে তামিলনাড়ুর বিজয় সরকারকে কার্যত ভৎর্সনা করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ কোনও পরামর্শ নয়, তা বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হবে। কী এই দীপথুন বিতর্ক? মাদুরাইয়ের তিরুপারানকুন্দ্রাম পাহাড়ের চূড়ায় একটি পাথরের স্তম্ভ রয়েছে, যা দীপথুন’ নামে পরিচিত। প্রতি বছর কার্তিগাই দীপম উসব উপলক্ষে এই স্তম্ভে প্রদীপ জ্বালানোকে কেন্দ্র করেই বিতর্কের সূত্রপাত। স্থানীয় ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী, ওই স্তম্ভে প্রদীপ প্রজ্বলনের দাবি দীর্ঘদিনের। বিষয়টি নিয়ে আইনি লড়াইও কম হয়নি। সম্প্রতি মাদ্রাজ হাই কোর্টের তরফে প্রতি বছর কার্তিগাই দীপম উসবে ওই স্তম্ভে প্রদীপ জ্বালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাই কোর্টের সেই নির্দেশের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তামিলনাড়ু সরকার।এরপর মামলাটি শীর্ষ আদালতে পৌঁছলে প্রাথমিকভাবে মাদ্রাজ হাই কোর্টের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করা হয়। তবে একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, ২৪ নভেম্বর



একবারের জন্য ওই বিতর্কিত স্তম্ভে প্রদীপ জ্বালানো যাবে। আদালতের নির্দেশ ছিল, কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এবং নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ মেনেই এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি, প্রদীপ প্রজ্বলনের সময় শুধুমাত্র মন্দিরের অনুমোদিত প্রতিনিধি এবং সরকারি আধিকারিকরাই স্তম্ভের কাছে যেতে পারবেন বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছিল আদালত।কিন্তু অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেনি রাজ্য প্রশাসন। বরং তামিলনাড়ু পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন প্রদীপ প্রজ্বলনের ব্যবস্থা করা গেল না, তা নিয়েই নতুন করে শুরু হয়েছে আইনি টানাপোড়েন।নিরাপত্তার দায়িত্বে এবার সিআরপিএফপরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এবার আরও কঠোর পদক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আরুলমিগু সুব্রহ্মণ্যস্বামী মন্দির এবং তিরুপারানকুন্দ্রাম পাহাড়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। অর্থাৎ, এই সংবেদনশীল এলাকায় নিরাপত্তা ও আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে এবার থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।বিচারপতিদের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হলে তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশকে কোনওভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। শুধু রাজ্য সরকার নয়, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকেও আদালতের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। আদালত আরও স্পষ্ট করেছে, এই নির্দেশ কোনও প্রস্তাব বা সুপারিশ নয়। এটি বাধ্যতামূলক এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পক্ষকে তা পালন করতে হবে। মুখ্যসচিবকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশএদিন সুপ্রিম কোর্টে প্রদীপ প্রজ্বলনকে কেন্দ্র করে একাধিক মামলার শুনানি হয়। আদালতের নির্দেশ অমান্য এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ওঠা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ তামিলনাড়ুর মুখ্যসচিবকে সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। শুধু হাজিরাই নয়, রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকদের মধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হওয়া সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের তথ্যও চেয়েছে আদালত। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের মধ্যে আদান-প্রদান হওয়া ইমেল এবং ফোন কলের বিস্তারিত বিবরণ-সহ হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন আদালতের নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি, প্রশাসনের অন্দরে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং কারা সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তা হলফনামায় স্পষ্ট করতে হবে।শুনানিতে বিচারপতিরা জানান, আদালতের নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। বিশেষত, যখন কোনও রাজ্যের সরকারি আধিকারিকরা আদালতের নির্দেশকে উপেক্ষা করেন, তখন বিষয়টি হালকাভাবে নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের আচরণ কঠোর হাতে মোকাবিলা করা হবে।সব মিলিয়ে দীপথুন’ বিতর্কে তামিলনাড়ু সরকারের উপর চাপ আরও বাড়ল। একদিকে আগামীকালই প্রদীপ প্রজ্বলনের নির্দেশ, অন্যদিকে নিরাপত্তার দায়িত্বে সিআরপিএফ মোতায়েন এবং মুখ্যসচিবকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ-সব মিলিয়ে রাজ্য প্রশাসনের কাছে সুপ্রিম কোর্টের বার্তা যথেষ্ট স্পষ্ট। আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে যে কোনও স্তরের আধিকারিকের বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে, তা বুঝিয়ে দিল শীর্ষ আদালত।

ডিলিমিটেশন বিলের সংশোধনীতে সায় মন্ত্রিসভার

১-র পাতার পর-পুনর্বিন্যাস হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি থাকায় উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি অন্যায্য সুবিধা পাবে। অন্যদিকে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হওয়ার মাশুল গুনতে হবে দক্ষিণ ভারতকে, সংসদে তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কমে যাবে। সমানুপাতিক হারে ৫০ শতাংশ আসন বৃদ্ধির প্রস্তাবে সেই উদ্বেগ অনেকটাই কাটবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে শুধুমাত্র আসন বৃদ্ধির শতাংশ নয়, রাজ্যগুলির মধ্যে আনুপাতিক ভারসাম্যের প্রশ্নটিও যে গুরুত্বপূর্ণ, তা চলতি বছরের শুরুতেই তুলে ধরেছিল বিরোধীরা। প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে সত্তরের দশকে শেষবার লোকসভার আসন সংখ্যা পরিবর্তন করে ৫৪৩ করা হয়েছিল। তারপর থেকে দু’বার আসন পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। এবার ২৫ বছরের জন্য আসন বণ্টনের অনুপাত স্থির রেখে লোকসভার বহর বাড়ানোর পথে হাঁটছে কেন্দ্র।

সাতসকালে রুদ্ধশ্বাস অভিযান

১-র পাতার পর-পুলিশ। তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। প্রসঙ্গত, বছর পঁচিশের প্রতাপ, আসানসোল, হীরাপুর, পুরুলিয়া, সালানপুরের দাগি অপরাধী হিসাবে পরিচিত। গত ২৬ নভেম্বর একটি সাইবার প্রতারণা মামলার অভিযোগে তার খোঁজে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সে সময়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় সে। এরপর থেকে তার খোঁজে চলে তল্লাশি। প্রতাপের খোঁজে আগেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ক্লাস সেভেনে পড়াকালীন একটি ওষুধের দোকানে চুরি দিয়ে তার হাতেখড়ি। জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয় তাকে। ফিরে এসে ফের অপরাধেই যুক্ত হয়। এরপর চুরি, ডাকাতি, পেট্রল পাম্পে গুলি চালনার একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

বিরোধী দলনেতা নন ঋতব্রত!

১-র পাতার পর-তোলেন। বিচারপতি আরও জানতে চান যে গত ৯ মে তারিখে চিঠি পাঠানোর পরও স্পিকার কেন হঠাৎ করে ২৭ মে তারিখে নতুন করে রেজিলিউশন বা প্রস্তাব চেয়ে পাঠালেন? সেটিও কি তবে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য বা আপত্তি শোনার পরেই চাওয়া হয়েছিল? এই প্রেক্ষাপটে ‘দল’ বা ‘পার্টি’ বলতে আসলে ঠিক কী বোঝানো হয়, সেই নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। গত ২১ নভেম্বর এই মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। শুনানিতে স্পিকারের সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন। শুক্রবার সেই মামলায় রায়দান হল।

উচ্চ মাধ্যমিকে রেজাল্টে জেলার

১-র পাতার পর- ৫৫.৯১। অর্থাৎ পরীক্ষায় পাশের হারে এগিয়ে মেয়েরাই। তবে গত বছরের কিছু পড়ুয়ারাও তৃতীয় সেমেস্টারে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের বাদ দিলে চলতি বছরে মোট ৭,০২,৯৯৭ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে পাশ করেছে ৬,৫১,১২৯। মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা শতাংশের হিসেবে ৯২.৬২। এর মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৯২.৬৬ শতাংশ মেয়ে এবং ৯২.৫৮ শতাংশ ছেলে। চলতি বছরে জেলা ভিত্তিক পাশের হারে প্রথমেই রয়েছে নদীয়া জেলা। শতকরা হার ৯৫.৫৮। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চল স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হুগলি। কলকাতার শতাংশের হিসাবে রয়েছে অষ্টম স্থানে। শতকরা হার ৯৩.৪৫। বিজ্ঞান বিভাগে তৃতীয় সেমেস্টারে পরীক্ষার্থী দিয়েছিল ১,১৮,৫৩৭ জন। বাণিজ্য বিভাগে পরীক্ষার্থী ছিল ৪৩,৬১২ জন। কলা শাখায় পরীক্ষা দিয়েছে ৫,৪৩,১৭২ জন। বিভাগভিত্তিক পাশের হারে এগিয়ে বিজ্ঞান বিভাগ। শতকরা হার ৯৮। কলা বিভাগে পাশের হার ৯১ শতাংশ এবং বাণিজ্য বিভাগে পাশের হার ৯৮.১১ শতাংশ। উল্লেখ্য, তৃতীয় সেমেস্টারে ৮২৫ ভেন্যু-এর ২১০৫টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এবছর হাসপাতাল থেকে ৭৩ জন পরীক্ষা দিয়েছে। বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থী ছিল ২,৪৭৬জন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ছিল এমসিকিউ প্রশ্ন। ওএমআর শিটের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় পরীক্ষা। তৃতীয় সেমেস্টারে মোট ৭১ টি বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষায় ১৯ টি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

রাজ্যের খসড়া ও চূড়ান্ত

১-র পাতার পর- যাতে কোনওভাবেই তথ্যগত অসঙ্গতি থেকে না যায়, তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপের পিছনে কমিশনের যুক্তি হল, প্যান কার্ড বা আধার কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথিতে কোনও ভুল থাকলে নাগরিকরা তা বাধ্য হয়েই সংশোধন করিয়ে নেন এবং সেখানে নিজের নাম, অভিভাবকের নাম, জন্মতারিখ ও ঠিকানা সঠিক রাখা হয়। কিন্তু দেখা গিয়েছে, ভোটার কার্ডের ক্ষেত্রে বহু মানুষেরই নানা ধরনের ভুল থেকে যায় এবং তা সংশোধনের বিষয়ে উদাসীনতা দেখা যায়। আগামী দিনে যাতে সেই সমস্যা না থাকে, সেই কারণেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, এবার ভোটার তালিকায় কোনও ভোটারের নিজের নাম, বাবা বা মায়ের নাম, জন্মতারিখ, মোবাইল নম্বর কিংবা ছবির মতো অন্যান্য তথ্যে কোনও ভুল থাকলে তা চিহ্নিত করে অবিলম্বে সংশোধন করে নিতে হবে। পাশাপাশি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে যে, শুধুমাত্র ‘অটোমেটেড আইডেন্টিফিকেশন’ বা স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে ভোটার তালিকায় কোনও রকম পরিবর্তন করা যাবে না প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ যাচাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

চিনি-সর্ষের তেলের চড়া দাম, বাজারে হানা এসডিও-র

বনস্পতি দে আরামবাগঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, বিশেষত চিনি ও সর্ষের তেলের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনতে এ বার সরাসরি ময়দানে নামল আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন। সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে এবং বাজারে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি রুখতে বুধবার রাতে আরামবাগের বিভিন্ন বাজারে আকস্মিক পরিদর্শন করেন মহকুমাশাসক (এসডিও) খুশহালি সোলাঙ্কি।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে চিনি ও ভোজ্যতেলের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়িছল। রাজ্যজুড়ে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। এরই অঙ্গ হিসেবে ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই, লিগ্যাল মেট্রোলজি, কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স এবং এগ্রি মার্কেটিং দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ নজরদারি দল গঠন করা হয়েছে। বুধবার রাতে ওই বিশেষ দলটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে আরামবাগ পুরাতন বাজারে হানা দেন মহকুমাশাসক।

শত্রুর ড্রোনের ঝাঁক মুহূর্তে ধ্বংস! পোখরানে সফল পরীক্ষা ভারতের ‘ভার্গবাস্ত্র’-র, যুদ্ধক্ষেত্রে বাড়বে সেনার শক্তি

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ আধুনিক যুদ্ধের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে শত্রুপক্ষের ড্রোন হামলা। একসঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন পাঠিয়ে প্রতিপক্ষের সামরিক ঘাঁটি, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো এবং সেনার অবস্থানে আঘাত হানার কৌশল ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শত্রুর ড্রোন হামলা রুখতে ভারতীয় সেনার হাতে আসতে চলেছে অত্যাধুনিক দেশীয় প্রযুক্তির অস্ত্র ভার্গবাস্ত্র’। রাজস্থানের পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে এই কাউনস্টার-সোয়ার্ম ড্রোন সিস্টেমের সফল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষায় সাফল্যের পর দ্রুত এই প্রযুক্তি সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গে বহু শত্রু ড্রোনের হামলা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এই নয়া অস্ত্র। সোলার ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যারোস্পেস লিমিটেড (এসডিএএল)-এর তরফে জানানো হয়েছে, গত ২০ থেকে ২৪ নভেম্বর রাজস্থানের পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে ভার্গবাস্ত্রের একাধিক পরীক্ষা চালানো হয়। সেখানে বাস্তব ড্রোনের ঝাঁককে লক্ষ্য করে একাধিক রকেট এবং গাইডেড মাইক্রো-মিসাইল ছোড়া হয়। সংস্থার দাবি, পরীক্ষায় ছোড়া প্রতিটি ওয়ারহেড নির্ধারিত লক্ষ্যে নিখুঁতভাবে আঘাত হেনেছে। অর্থাৎ, একসঙ্গে একাধিক ড্রোনকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে সিস্টেমটির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। কীভাবে কাজ করবে ভার্গবাস্ত্র? ভার্গবাস্ত্র মূলত একটি কাউঃটার-সোয়ার্ম ড্রোন ডিফেন্স সিস্টেম। অর্থা, শত্রুপক্ষ যখন একসঙ্গে অনেকগুলি ড্রোন পাঠিয়ে হামলা চালাবে, তখন সেগুলিকে শনাক্ত করে একযোগে প্রতিহত করতে পারবে এই প্রযুক্তি। বর্তমানে আধুনিক যুদ্ধে ছোট আকারের ড্রোন ব্যবহার করে একসঙ্গে বহু জায়গায় হামলা চালানোর



প্রবণতা বাড়ছে। এই ধরনের হামলা প্রতিহত করতে প্রচলিত এয়ার ডিফেন্স ব্যবস্থাকে অনেক সময় সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ, প্রতিটি ড্রোনকে আলাদাভাবে শনাক্ত করে ধ্বংস করা সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাপেক্ষ। ভার্গবাস্ত্র সেই সমস্যার মোকাবিলার কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে দ্বিস্তরীয় আক্রমণাত্মক পরিকাঠামো। প্রথম স্তরে থাকছে ৬৪টি টিউববিশিষ্ট এয়ার ডিফেন্স রকেট লঞ্চার। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে ৬৪টি গাইডেড মাইক্রো-মিসাইল। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে অটোনোমাস গাইডেন্স প্রযুক্তি এবং ইনফ্রারেড সিকার। ফলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে অনুসরণ করে নিখুঁতভাবে আঘাত হানতে সক্ষম হবে এগুলি। ১০ কিলোমিটার দূর থেকেই শনাক্ত হবে শত্রুর ড্রোন! শুধু ড্রোন ধ্বংস করাই নয়, শত্রুপক্ষের ড্রোন কোথায় রয়েছে, কোন দিকে এগোচ্ছে এবং কীভাবে হামলা চালাতে পারে, তা শনাক্ত করাও এই ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ভার্গবাস্ত্রে রয়েছে প্রায় ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত পাল্লার রাডার ব্যবস্থা। পাশাপাশি শত্রুর ড্রোন শনাক্ত ও তার গতিবিধির উপর নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে আরএফ ডিটেক্টর এবং ইলেকট্রো-অপটিক্যালইনফ্রারেড সেন্সর। এই সেন্সরগুলির মাধ্যমে আকাশে উড়তে থাকা ড্রোনের অবস্থান চিহ্নিত করে সেগুলিকে ক্রমাগত ট্র্যাক করা যাবে। এরপর সংশ্লিষ্ট তথ্য পৌঁছে যাবে কমান্ড সেংটারে। সেখান থেকে পরিস্থিতি বিচার করে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থাৎ, শত্রুর ড্রোন শনাক্ত করা থেকে শুরু করে সেগুলিকে ধ্বংস করা পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা কাজ করবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মেক-২’ প্রকল্পে তৈরি দেশীয় অস্ত্র-উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সেনার প্রয়োজন এবং চাহিদার কথা মাথায় রেখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মেক-২’ প্রকল্পের অধীনে ভার্গবাস্ত্র তৈরি করছে এসডিএএল। এই প্রকল্পের নির্ধারিত সময়সীমা ৩১ মার্চ, ২০২৭। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে প্রোটোটাইপ ডেমোনস্ট্রেশন বা নমুনা ব্যবস্থার প্রদর্শন করা হবে। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের ধরন দ্রুত বদলাচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত, বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ড্রোনের ব্যবহার যুদ্ধের কৌশলে বড় পরিবর্তন এনেছে। তুলনামূলক কম খরচে তৈরি ড্রোন ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চাপে ফেলার চেষ্টা চলছে। সেই বাস্তবতায় ভারতের নিজস্ব কাউঃটার-ড্রোন প্রযুক্তির উন্নয়ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সব ঠিক থাকলে ভার্গবাস্ত্র ভারতীয় সেনার আকাশপথের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নতুন শক্তি যোগ করতে পারে। বিশেষ করে শত্রুর ড্রোনের ঝাঁক থেকে সামরিক ঘাঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষায় এই দেশীয় প্রযুক্তি ভবিষ্যতে বড় ভূমিকা নিতে

বায়ুসেনা ঘাঁটিতে একক হামলার ছক!

বরোদা, ২৭ নভেম্বর ঃ সন্ত্রাসবাদী হামলার বড়সড় ছক বানচাল করল গুজরাট পুলিশের জঙ্গি দমন শাখা (এটিএস)। রাজ্যের একটি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলার পরিকল্পনা করেছিল পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ। শুধু পরিকল্পনাই নয়, হামলার আগে সংশ্লিষ্ট সেনা ঘাঁটির রেইকিও সম্পন্ন করে ফেলেছিল অভিযুক্ত। শেষ মুহূর্তে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ভদোদরা থেকে এক সন্দেহভাজন জইশ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করল গুজরাট এটিএস। ধৃতের নাম মহম্মদ সাহারুল ইসলাম। বয়স মাত্র ২২ বছর। অসমের বাসিন্দা ওই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একে-৪৭ রাইফেল, ২৩টি তাজা কার্তুজ এবং নগদ টাকা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি, পাকিস্তানে বসে থাকা জইশের হ্যান্ডলারদের নির্দেশেই এই হামলার পরিকল্পনা করেছিল সে। এমনকী হামলা চালানোর পর পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার ছকও ছিল তার। গুজরাট এটিএস সূত্রে খবর, ধৃত মহম্মদ সাহারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরেই জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। তদন্তকারীদের দাবি, গত প্রায় এক বছর ধরে পাকিস্তানে থাকা জঙ্গি সংগঠনের হ্যান্ডলারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তার। তাঁদের কাছ থেকেই হামলার নির্দেশ পেয়েছিল অভিযুক্ত। পরিকল্পনা অনুযায়ী, গুজরাটের একটি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে এককভাবে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। এটিএসের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) সুনীল জোশি জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বায়ুসেনা ঘাঁটির রেইকি সম্পন্ন করেছিল। অর্থাৎ, হামলার আগে ঘাঁটির অবস্থান, পরিকাঠামো এবং আশপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিল সে। অভিযুক্তের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের অনুমান, হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই ওই ছবিগুলি তোলা হয়েছিল। তদন্তকারীদের দাবি, জেরার মুখে অভিযুক্ত পাকিস্তানে থাকা জইশ হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা স্বীকার করেছে। তাদের নির্দেশ মেনেই বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। হামলা সফল হলে পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও ছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ষড়যন্ত্রের পিছনে আরও কয়েকজনের যোগ থাকতে পারে। অভিযুক্ত একাই হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিল, নাকি এই চক্রান্তে আরও কেউ যুক্ত ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাকিস্তানে থাকা জঙ্গি হ্যান্ডলারদের পরিচয় এবং তাদের সঙ্গে সাহারুলের যোগাযোগের ধরনও তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। ভদোদরা থেকে গ্রেপ্তারের সময় অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি পাওয়া গিয়েছে ২৩টি তাজা কার্তুজ এবং নগদ টাকা। তদন্তকারীদের মতে, এই অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা হামলার পরিকল্পনার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কীভাবে ওই যুবকের হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছল, কারা তাকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল এবং কোথায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে এটিএস। অস্ত্রের উস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি অভিযুক্তের মোবাইল ফোন, যোগাযোগের নথি এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্যও পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কোনও নির্দিষ্ট অ্যাপ বা গোপন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে। এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় ছয় মাস ধরে সাহারুলের গতিবিধির উপর নজর রাখছিলেন গোয়েন্দারা। শারীরিক নজরদারির পাশাপাশি প্রযুক্তির সাহায্যেও তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী হয়েই বিপাকে বিজয়! নির্বাচনী হলফনামায় সম্পত্তি গোপনের অভিযোগ, আবেদন খারিজ হাই কোর্টে, টলমল কি থালাপতি’র গদি?

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ প্রথমবার নির্বাচনে লড়েই বাজিমাত। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তামিলনাড়ুর ক্ষমতা দখল করেছে অভিনেতা সি জোসেফ বিজয়ের দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম (টিভিকে)। জনপ্রিয় অভিনেতা থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছেন থালাপতি’। কিন্তু সেই বিজয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্য নিয়েই এবার তৈরি হল বড় প্রশ্ন। পেরাম্বুর বিধানসভা কেংদ্র থেকে তাঁর নির্বাচনী জয়কে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলা খারিজের আবেদন নাকচ করে দিল মাদ্রাজ হাই কোর্ট। শুক্রবার আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, মামলাকারীর তোলা অভিযোগের যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে। তাই শুধুমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ে এই মামলা খারিজ করা সম্ভব নয়। পূর্ণাঙ্গ বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে হবে। ফলে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই আইনি চাপে পড়লেন বিজয়। যদিও এখনই তাঁর বিধায়ক পদ বা মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি আদালত। কী অভিযোগ বিজয়ের বিরুদ্ধে? বিজয়ের নির্বাচনী জয়কে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এস দিনেশ নামে এক ভোটার। তাঁর মূল অভিযোগ, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় নির্বাচনী হলফনামায় নিজের সম্পত্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেছেন টিভিকে প্রধান। শুধু তাই নয়, কয়েকটি সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য নিয়েও বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ মামলাকারীর। আদালতে জমা দেওয়া পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে পানরুটিতে প্রায় ৩০ কোটি টাকা দিয়ে তিন একর জমি কিনেছিলেন বিজয়। কিন্তু নির্বাচনী হলফনামায় সেই সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়নি। মামলাকারীর আরও অভিযোগ, চেন্নাইয়ের পাদিতে অবস্থিত একটি বাণিজ্যিক সম্পত্তি প্রায় ৩৫ কোটি টাকায় বিক্রি করা হলেও হ

হোগলার ছাউনি নয়, এবার পুণ্যার্থীদের জন্য আধুনিক তাঁবু! গঙ্গাসাগর মেলায় নজরদারিতে সেনাবাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর, ২৭ নভেম্বর ঃ আর কয়েকদিনের অপেক্ষা। তারপরই শুরু হবে



পুণ্যার্থীদের মহামিলনক্ষেত্র গঙ্গাসাগর মেলা। তবে এবারের মেলায় একাধিক নতুন ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। হোগলা পাতার অস্থায়ী ছাউনির পরিবর্তে পুণ্যার্থীদের থাকার জন্য তৈরি করা হবে আধুনিক তাঁবু। পাশাপাশি মেলার নিরাপত্তা ও নজরদারিতে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে ভারতীয় সেনাবাহিনী। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এবারের মেলায় রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগমের সম্ভাবনা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই তিনজন আইজি এবং ন'জন ডিআইজি পদমর্যাদার অভিজ্ঞ আধিকারিককে নিয়ে বিশেষ পুলিশি দল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮, কচুবেড়িয়া এবং মূল মেলাপ্রাঙ্গণ- এই তিনটি পৃথক জোনে ভাগ করে নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। জলপথ, স্থলপথ এবং আকাশপথে নজরদারির পাশাপাশি ড্রোন ব্যবহারের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।মেলার পরিধি বাড়াতেও উদ্যোগী প্রশাসন। অতিরিক্ত ৩৮ একর জমি চিহ্নিত করে মেলার উপযোগী করে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। পরিবেশ দূষণ কমাতে প্লাস্টিক ও হোগলা পাতার ব্যবহার এড়িয়ে পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের জন্য থাকছে ২০টি বড় বার্জ। প্রতিটি বার্জে একসঙ্গে এক হাজারেরও বেশি যাত্রী পারাপারের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি কলকাতা থেকে হেলিকপ্টার পরিষেবার ব্যবস্থাও রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। বেহালা ও কলকাতা বিমানবন্দর থেকে এই পরিষেবা চালুর কথা ভাবা হচ্ছে। এছাড়াও গঙ্গাসাগরে তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ মঞ্চ। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে কীর্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। সব মিলিয়ে নিরাপত্তা, পরিবহণ ও পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামোয় একাধিক নতুন সংযোজনের মধ্য দিয়ে এবারের গঙ্গাসাগর মেলাকে আরও বড় আকারে সাজিয়ে তোলার প্রস্তুতি চলছে।



এদিন জলপাইগুড়ির ডিএম কনফারেন্স হলে 'সেবা ফার্স্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ - ইস্টার্ন রিজিয়ন' বিষয়ক একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক অদিতি চৌধুরী (আইএএস)। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) হিমাদ্রি সরকার (ডব্লিউবিসিএস-এক্সিকিউটিভ)। এই উদ্যোগটির লক্ষ্য হলো উদ্ভাবনী চিন্তাকে উৎসাহিত করা, সৃজনশীল ধারণার বিকাশ ঘটানো এবং তরুণ প্রজন্ম, শিক্ষার্থী, উদীয়মান উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের এমন সব সমাধান তৈরির সুযোগ করে দেওয়া, যা সমাজে অর্থবহ প্রভাব ফেলতে পারে। সাংবাদিক সম্মেলনে এই চ্যালেঞ্জের উদ্দেশ্য, অংশগ্রহণের বিভিন্ন বিভাগ, যোগ্যতার মাপকাঠি, আবেদনের প্রক্রিয়া এবং আকর্ষণীয় পুরস্কারের সুযোগগুলো তুলে ধরা হয়।

পদত্যাগের সিদ্ধান্ত বারুইপুর পৌর নেতৃত্বের, এবার প্রশাসকের হাতে দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ২৭ নভেম্বর ঃ দীর্ঘ ২১ বছরের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধ্যায়ের অবসান হতে চলেছে বারুইপুর পৌরসভায়। শুক্রবার



পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে নিজেদের আমলে শহরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন বিদায়ী পৌর নেতৃত্ব। এবার পৌরসভার দায়িত্ব প্রশাসকের হাতে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিদায়ী নেতৃত্বের বক্তব্য, ২০০৫ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় বারুইপুর পৌর এলাকায় উন্নয়নের একাধিক কাজ হয়েছে। প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের দাবি, দুটি বৈদ্যুতিক চুল্লি, বাড়ি বাড়ি আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ, ২৪টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, জল প্রকল্প, সুইমিং পুল, থিয়েটার এবং গৃহহীনদের জন্য আবাসন-সহ একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে তাঁদের আমলে। বারুইপুরকে কলকাতার সমকক্ষ শহর হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। পৌর নেতৃত্বের দাবি, বিভিন্ন মামলা এবং আর্থিক অবরোধের কারণে একসময় পৌরসভার কাজকর্ম বাধার মুখে পাছিল। সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নাগরিক পরিষেবা সচল রাখার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। তাঁদের মতে, উন্নয়নমূলক কাজের ফলেই দীর্ঘদিন মানুষের সমর্থন পেয়েছেন। এদিন বিদায়ী নেতৃত্ব জানান, নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাস আগেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে পৌরসভার দায়িত্ব প্রশাসকের হাতে গেলেও নাগরিক পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, সেই আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। দীর্ঘ ২১ বছরের পৌর পরিচালনার পর এবার বারুইপুর পৌরসভার প্রশাসনিক দায়িত্ব কার হাতে যায় এবং আগামীদিনে শহরের উন্নয়নের ধারা কীভাবে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর শহরবাসীর।

পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে দিঘায় গড়ে উঠবে চিড়িয়াখানা ও স্নেক পার্ক, নিউ দিঘায় চিহ্নিত হলো ২০ একর জমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২৭ নভেম্বর ঃ জনপ্রিয় সমুদ্রতীরবর্তী পর্যটন কেন্দ্র দিঘাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে সেখানে একটি চিড়িয়াখানা এবং একটি স্নেক পার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। এই লক্ষ্যে প্রশাসনের তরফে প্রাথমিক পর্যায়ের তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। প্রস্তাবিত চিড়িয়াখানাটির জন্য নিউ দিঘায় ওড়িশা সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ২০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগেই বন দফতরের আধিকারিক ও প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা প্রস্তাবিত এলাকাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার কাঁথি বিভাগের বনাধিকারিক (ডিএফও) অতুলপ্রসাদ দে জানান, রাজ্য সরকার দিঘাকে একটি অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। সেই উদ্দেশ্যেই নিউ দিঘায় 'দিঘাশ্রী'-র বিপরীতে অবস্থিত ঝাউবন অঞ্চলটি প্রাথমিকভাবে চিড়িয়াখানার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, চিহ্নিত জমিটি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে, যা শীঘ্রই দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের (ডিএসডিএ) কাছে জমা দেওয়া হবে। আগামী বছর থেকেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। উপকূলীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এমন প্রাণী ও পাখিদের রাখার পরিকল্পনাই নেওয়া হয়েছে এই চিড়িয়াখানায়। প্রশাসনিক স্তরে হাতি, হরিণ এবং সামুদ্রিক ঘোড়ার মতো বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি চিতাবাঘকে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা চলছে। তবে প্রাণীদের চূড়ান্ত তালিকা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। আধিকারিকদের মতে, গোটা পরিকল্পনাটি বর্তমানে প্রাথমিক আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, দিঘায় আগে একটি স্নেক পার্ক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। এবার প্রশাসন সেটি পুনরুজ্জীবিত করে পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছে। চিড়িয়াখানার পাশাপাশি স্নেক পার্ক গড়ে উঠলে পর্যটকরা সমুদ্র দর্শনের পাশাপাশি বিনোদন এবং বন্যপ্রাণী দেখার এক নতুন সুযোগ পাবেন। প্রশাসনের বিশ্বাস, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দিঘার পর্যটন মানচিত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ হবে। এর ফলে এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী, দোকানদার, হকার এবং পরিবহণ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন। পর্যটন পরিকাঠামোর এই সম্প্রসারণ স্থানীয় অর্থনীতিকেও আরও চাঙ্গা করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 427 — Tender Notice Date: 27/11/2026

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 427/11/2026-2027** (PWD-govtcall) dated 27/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.

Last date of E-Submission: 07/12/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ ডব্লিউ_এলএলএইচ_১০_২০২৬-২৭_আর১, তারিখ ঃ ১৮.১১.২০২৬। ডে. চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) অনলাইনে আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নামঃ** (i) লিলুয়া- লিলুয়া ওয়ার্কশপের অভ্যন্তরে নতুন জি+২ এমঅ্যান্ডসি ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ (শিডিউল-এ) এবং (ii) লিলুয়া- এলএইচবি/ইএমইউ পিওএইচ-এর জন্য ট্যাভারসার বে-১-এর সম্প্রসারণ এবং এটিকে পিট থেকে সারফেস টাইপে রূপান্তর (শিডিউল-বি)। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ ₹ ১,৩৪,২৯,০০০.০০; বায়না অর্থ ঃ ₹ ২,৬৮,৬০০.০০; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ১০.১২.২০২৬ দুপুর ২টায়; যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**

MISC-282/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

উপ-মুখ্য যান্ত্রিক প্রকৌশলী/মেরামত, মুখ্য কর্মশালা ব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, যান্ত্রিক কর্মশালা, গোরখপুরের জন্য এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছেন-

ক্রমিক নং ১:- ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও কাজের নাম: টেন্ডার নং- "33-GKP-MWS-2026-27" "অক্সিজেন, বিসিজি-এলপিজি ও CO2-এর গ্যাস পাইপ লাইন ও ম্যানিফোল্ডের পরীক্ষা এবং GKPS-এ ট্যাপিং পয়েন্টে ৩৬৭টি প্রেসার গেজের ক্যালিব্রেশন ও তার সার্টিফিকেশন"। আনুমানিক ব্যয় (টাকায়) ₹ 956204.74, বায়নার অর্থ (টাকায়): ₹ 19100.00, টেন্ডার ফর্মের মূল্য-শূন্য, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: 11.00 টা পর্যন্ত, তারিখ: 18.12.2026, চুক্তির মেয়াদ: 12 মাস।

উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **"http://www.ireps.gov.in"-এও** পাওয়া যাবে।

উপ-মুখ্য যান্ত্রিক প্রকৌশলী/মেরামত
যান্ত্রিক কর্মশালা,
CPRO/Mech-105 গোরখপুর

ছাদে এবং ফুটবোর্ডে চড়ে কখনও ভ্রমণ করবেন না।

DASGHARA (1) GRAM PANCHAYET
VILL- Rajipur (Nelorpar), P.O- Kananadi, P.S.-Dhaniakhali, Dist.– Hooghly.

Notice Inviting Tender No : WB/HG/DNK/DAS-1/VBGRAM-G/NIQ-02/2026-27, E-QUOTATION ID: 2026_ZPHD_5088889

Notice inviting competitive E-tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed Contractors for execution of the work Supply of Materials. Fund: VBGRAM-G. Original Cost of tender fees submitted to 02/12/2026 at 03:00 PM Dasghara- 1 G.P Office manually with sealed cover 02/12/2026 at 03:00 PM. Bid opening Date & time for Technical Proposal (Online) 04/12/2026 at 03.00 PM. For details visit website **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Executive Assistant
Dasghara 1 Gram Panchayat

PASCHIMANCHAL UNNAYAN PARSHAD, BANKURA

e-NIT No. 14/PUP/EC/BNK, No. 15/PUP/EC/BNK and No. 16/PUP/EC/BNK of 2026-27 invited. Bid submission end on 11/12/2026 (eNIT 14 and 15) and 14/12/2026 (eNIT 16) upto 4:00 PM. Tenderers should visit the **website https://wbtenders.gov.in/** for details.

Sd/-
Chief Executive Officer

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/Zone-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :-

NIT No. : KMC/LTG/84/WD26/IV/ZII/26-27

Name of work : **Improvement of lighting system at Rabindra Kanan Park in Ward-26, Br-IV, KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,97,573.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of Submission of Bid (online) : **09.12.2026 upto 2 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **01.12.2026 - 2 p.m.** from the website **https://wbtender.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT No. : KMC/EE(C)/IV/28/25/26-27/U

Name of work : **Improvement of thorough Uttaran Concrete Passage at 17/2/H/5, 3B/H/14 and its surrounding places in Ward No.28.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.4,77,488.94.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **07.12.2026 - 11 a.m.** The tender will be opened on : **09.12.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.11.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/021/26-27 (UTTARAN)

Name of work : **Maint. of road with C.Conc. at Kalua Paul Para Slam Area near Pre.No.17/4, in Ward No.143.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,74,967.11.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/027/26-27/UTTARAN

Name of work : **Maint. of surface drain with cover slab at Ramchandrapur Honda Gali (Slam Area) near Pre.No.200/1 in Ward No.142.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,76,997.55.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **07.12.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The Tender will be opened on : **09.12.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **27.11.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1) & 28.11.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online, two part Bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/64

Name of work : **Repairing of High Mast Lighting System at Chetla Hut Road, 17 No Bus Stand and other different places in Ward-82.** Estimated Amount : **OPEN QUOTATION.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/143

Name of work : **Repairing of High Mast Lighting System at 11 No Goragacha Road and 1 No Hossain Saha Road and other different places in Ward-79.** Estimated Amount : **OPEN QUOTATION.** Earnest Money : **Rs.3,600.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and time of Completion of Bid : **08.12.2026 upto 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Tender (Technical) Opening Date : **08.12.2026 at 4 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The Bid form and other details are available on and from **27.11.2026 from 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** For full and further details, please visit the Website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **(for Sl.No.1 & 2)**.

3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/113

Name of work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system at South Side of Golam Jilani Khan Road in Ward No.66, Br-VII.** Estimated Amount : **Rs.2,74,866.00.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Period of Completion : **183 Days.**

4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/112

Name of work : **Improvement of street lighting system at New Boinchtala Village and other different places in Ward No.58, Br-VII.** Estimated Amount : **Rs.2,80,479.02.** Earnest Money : **Rs.5,700.00.** Period of Completion : **30 Days.**

5. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/110

Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings at Topsia Road and other different area in Ward No.66, Br-VII.** Estimated Amount : **Rs.2,82,256.00.** Earnest Money : **Rs.5,700.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **07.12.2026 at 12 noon (for Sl.No. 3 to 5).** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **07.12.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.3 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **27.11.2026 - 5 p.m. (for Sl.No. 3 to 5)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.3 to 5).**

773 / 26-27

রাস উৎসবের রাতেই পরপর একাধিক বাড়িতে দু ঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৭ নভেম্বর ঃ উৎসবের আনন্দে সামিল হতে সপরিবারে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগেই ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে সর্বস্ব লুট করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা! শান্তিপুরের ভাঙা রাস উৎসবের রাতেই পরপর একাধিক বাড়িতে দু ঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল নদীয়ার শান্তিপুরে। কোথাও আলমারি ও লকার ভেঙে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা-রুপোর গয়না লুট, আবার কোথাও প্রমাণ লোপাট করতে খুলে নিয়ে যাওয়া হল সিসিটিভি রেকর্ডিং মেশিন ও রাউটার। অন্য একটি চুরির ঘটনায় বাড়ির কাছে মিলেছে রক্তের দাগ। সব মিলিয়ে পরিকল্পিত চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শান্তিপুর থানার হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর এবং সংলগ্ন গোবিন্দপুর কায়স্থপাড়া এলাকায় এই চুরির ঘটনাগুলি ঘটেছে। মডার্ন ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা পাওয়ারলুম কর্মী বলরাম দেবনাথ গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে আটটা নাগাদ স্ত্রীকে নিয়ে ভাঙা রাস দেখতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর মা ছিলেন পাশের বাড়িতে। রাত একটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখেন, সদর দরজা খোলা। ঘরের শোকেস ও আলমারির লকার ভেঙে জিনিসপত্র তছনছ করে রেখেছে দুষ্কৃতীরা। তাঁর দাবি, ব্যবসার নগদ প্রায় ২০ হাজার টাকা, তিন ভরি সোনা এবং পাঁচ ভরি রুপোর গয়না চুরি গিয়েছে। একইভাবে তাঁর কাকাতো দাদা গোবিন্দ দেবনাথের বাড়িতেও চুরি হয়। তিনিও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মেলায় গিয়েছিলেন। রাত দুটো নাগাদ ফিরে দেখেন, বাড়ির তিনটি ঘরের তালা ভাঙা। সেখান থেকে নগদ সাড়ে চার হাজার টাকা, আধ ভরি সোনা, আড়াই ভরি রুপো, প্রায় ১৪ হাজার টাকা মূল্যের একটি রুপোর কয়েন এবং মোবাইল ফোন চুরি হয়েছে। চোরেরা বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরার তার কেটে রেকর্ডিং মেশিন ও ওয়াই- ফাই রাউটারও খুলে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, একই এলাকায় প্রাক্তন সেনাকর্মী অখিল কুমার দাসের বাড়িতেও ঘটে আরও একটি বড়সড় চুরির ঘটনা। প্রতিবেশী রতন নাথ ও রুমা নাথ তাঁদের গয়না নিরাপত্তার স্বার্থে অখিলবাবুর বাড়িতে রেখে বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে বাড়ির ছাদের সিঁড়িঘরের টিন কেটে ঢুকে আলমারি ও দুটি লকার ভেঙে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার সোনা-রুপোর গয়না লুট করে দুষ্কৃতীরা। এর মধ্যে রতনবাবুদের প্রায় ১০ লক্ষ এবং অখিলবাবুর পরিবারের প্রায় ৫ লক্ষ টাকার গয়না রয়েছে। ঘটনাস্থলের কাছে দেওয়ালে লাগানো লোহার পেরেকে আঘাত লেগে চোরদের কেউ জখম হয়েছে বলে অনুমান। কারণ, বাড়ির কাছে মিলেছে রক্তের দাগ। পাশাপাশি একটি সিসিটিভি ফুটেজে রাত সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে সন্দেহজনক গাড়ির উপস্থিতিও দেখা গেছে। পরপর এই চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ, রক্তের দাগ এবং চুরি যাওয়া যন্ত্রপাতির সূত্র ধরে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। উৎসব কিংবা অন্য কোনও প্রয়োজনে সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে বেরোনোর আগে বাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা ফের সামনে এনে দিল এই ঘটনা।

নিখোঁজ থাকার পর জঙ্গলে উদ্ধার যুবকের ঝুলন্ত দেহ, বেলপাহাড়িতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৭ নভেম্বর ঃ প্রায় বারো ঘন্টার বেশি সময় ধরে নিখোঁজ থাকার পর বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে বছর একুশের এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনাটি ঘটেছে বেলপাহাড়ি থানার জোড়াম গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত যুবকের নাম সঞ্জয় শবর। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার সকালে গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলের একটি গাছের ডালে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখেন স্থানীয় মানুষজনেরা। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেন। আরও জানা গেছে, সঞ্জয় অবিবাহিত ছিলেন। কয়েক বছর আগে তাঁর মা-বাবা দুজনেরই মৃত্যু হয়। এরপর থেকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে থাকতেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সঞ্জয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সঞ্জয়ের মামিমা পার্বতী শবর বলেন, মা-বাবার মৃত্যুর পর থেকেই মানসিক সমস্যায় ভুগছিল সঞ্জয়। তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। হঠাৎ করেই জঙ্গলের মধ্যে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। কী কারণে যুবকের মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর, ২৭ নভেম্বর ঃ শুক্রবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল দুটি ঘর। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের হাঁটুইপাড়া ওয়েলস্টার ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। কানাইলাল ঘোষের বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে বাড়ির টিনের চাল ও বেড়া দিয়ে তৈরি দুটি ঘরে আচমকাই আগুন লাগে। আগুনের মধ্যে থাকা দুটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে তা ভয়াবহ আকার নেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। ওই বাড়িতে গত ১৫ বছর ধরে ভাড়া থাকতেন কানু সর্দার। তাঁর দাবি, আগুনে পুড়ে গেছে ঘরে রাখা নগদ ১২ হাজার টাকা, সোনার দুল, ব্যাঙ্কের পাসবই, আধার কার্ড সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। চোখের সামনে সর্বস্ব হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর স্ত্রী যশোদা সর্দার। একদিকে শীতের মরশুম, অন্যদিকে মাথার উপর ছাদটুকুও নেই। ছেলে বাবুসোনা সর্দারকে নিয়ে এখন কোথায় আশ্রয় নেবেন, তা ভেবেই দিশেহারা পরিবারটি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা। দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড,তা খতিয়ে দেখছেন পুলিশ ও দমকল আধিকারিকরা।

পুলিশের অভিযান, উদ্ধার ব্রাউন সুগার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৭ নভেম্বর ঃ জেলা জুড়ে মদ গাঁজা, ব্রাউন সুগার সহ মাদক দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার ও পাচারের অভিযোগ এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পুলিশ ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , বিপুল পরিমাণ গাঁজা ও ব্রাউন সুগারের মতো মাদক দ্রব্য উদ্ধারের পর বৃহস্পতিবার ফের সন্দেহজনক ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে জেলা পুলিশ। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ওন্দা থানার অন্তর্গত তেল্লা এলাকার একটি হোটেল ধাবা অ্যান্ড রেস্তোরাঁয় অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে হোটেল থেকে সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার - ১১.৭৬০ গ্রাম, রুপোলি রঙের ফয়েল পেপারের রোল ২টি, নগদ টাকা - ৮৮০ টাকা উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। সমস্ত সামগ্রী যথাযথ বাজেয়াপ্ত তালিকা প্রস্তুত করে আটক করা হয়। এই ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে পরবর্তী তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

টোটো চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৭ নভেম্বর ঃ টোটো চুরির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল আরামবাগ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম শেখ জাহির আলী ও কৌশিক পাল। দু'জনেরই বাড়ি আরামবাগ পৌরসভা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি চুরি যাওয়া টোটো উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের আরামবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে সালেপুর-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের লালুরচক গ্রামের বাসিন্

সবুজ পিচেও হাত খালি বুমরাহর!

ব্লান্ডেলের অর্ধশতরানে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৪৬ তুলল নিউজিল্যান্ড

সংবাদ সংস্থা, ক্রাইস্টচার্চ, ২৭ নভেম্বরঃ ওয়েলিংটনের পর ক্রাইস্টচার্চ-ফের ভারতের গলার কাঁটা নিউজিল্যান্ডের লোয়ার মিডল অর্ডার। হ্যাগলি ওভালে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে ১৬ বলের ব্যবধানে বিনা রানে তিন উইকেট তুলে নিয়েও ম্যাচের রাশ আলগা করল শুভমান গিলের দল। ৫০তম টেস্টে টম ব্লান্ডেলের অপরাজিত অর্ধশতরান এবং গ্লেন ফিলিপসের লড়াকু ব্যাটিংয়ে দিনের শেষে ৮৫ ওভারে কিউয়িদের স্কোর ২৪৬/৫। ১৯ ওভারে মাত্র ৩৭ রান দিলেও উইকেটশূন্য জসপ্রীত বুমরাহ। সিরিজ সমতা থাকা অবস্থায় থাকায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্টের অঙ্কে এই টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ। সবুজ পিচে টস জিতে বোলিং নেন শুভমান। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর বদলে অভিষেক হয় পেসার গুরনুর ব্রারের, বুমরাহর হাত থেকে টেস্ট টুপি নেন তিনি। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রাত্য মহম্মদ সিরাজ-টেস্ট অভিষেকের পর ছ'বছরে এই প্রথম কোনও সিরিজে নামলেন না। নিউজিল্যান্ড অপরিবর্তিত। এদিন সকালে বুমরাহর প্রথম ওভারেই ডিআরএস-



এ এলবিডব্লিউ থেকে বাঁচেন ওয়েলিংটনে জোড়া শূন্য করা টম ল্যাথাম। ১৪তম ওভারে আকাশ দীপের বলে দ্বিতীয় স্লিপে তাঁর ক্যাচ ফেলেন কেএল রাহুল। জীবন পেয়ে ডেভন কনওয়ের সঙ্গে ৭৭ রানের ওপেনিং জুটি গড়েন ল্যাথাম। মধ্যাহ্নভোজের ঠিক আগের বলে কনওয়েকে (৭৯ বলে ৩১, চারটি চার) এলবিডব্লিউ করে প্রথম টেস্ট উইকেট পান গুরনুর। বিরতির পর ৮৮ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ল্যাথাম ৩০তম ওভারে গুরনুরের বলে নিশ্চিত এলবিডব্লিউয়ের রিভিউ না নেওয়ায় ফের রক্ষা পান। স্কোর ছিল ১১০/১। সেখান থেকে আচমকাই ছন্দপতন। ৪২তম ওভারে ল্যাথামকে (১২৮ বলে ৫৯, ছ'টি চার) ঋষভ পন্থের ক্যাচে ফেরান আকাশ দীপ। চার বল পরেই অংশুল কম্বোজের শর্ট বলে হেনরি নিকোলস (১৬) ক্যাচ দেন আকাশ দীপকে। ৪৪তম ওভারে রাচিন রবীন্দ্রকে (০) আউট করেন আকাশ। বিনা রানে তিন উইকেট হারিয়ে ১১০/৪ হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড চা-বিরতিতে স্কোর ১৩১/৪। অন্তিম সেশনে বুমরাহর বলে পন্থের আঙুল ছুঁয়ে জীবন ফিরে পান ড্যারিল মিচেল। ব্লান্ডেলের সঙ্গে ৭৪ রানের জুটি গড়ে চাপ সামলান। ৬৫তম ওভারে মিচেলকে (৭৪ বলে ৩১) ধ্রুব জুরেলের ক্যাচে ফেরান ওয়াশিংটন সুন্দর। তবে ষষ্ঠ উইকেটে অবচ্ছিন্ন ৬২ রানের জুটিতে দলকে টানেন ব্লান্ডেল (১১৭ বলে ৫৩*, ছ'টি চার) ও ফিলিপস (৬৪ বলে ৩৬*, পাঁচটি চার)। ৮০ ওভারের পর দ্বিতীয় নতুন বল নিলেও লাভ হয়নি। কেরিয়ারের ১৩তম টেস্ট অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ব্লান্ডেল। ভারতের সফলতম বোলার আকাশ দীপ (২/৫২)। গুরনুর (১/৫২), কম্বোজ (১/৫৬) ও সুন্দরের (১/৩৬) ঝুলিতে একটি করে উইকেট। শনিবার সকালে নতুন বলে দ্রুত উইকেট তুলতে না পারলে চাপে পড়বে ভারত।

'রোহিত ভাই আমার আদর্শ'

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৭ নভেম্বরঃ গৌতম গম্ভীর এবং শুভমন গিলের জমানায় ভারতীয় দলে গুরুত্ব কমেছে কুলদীপ যাদবের। অধিকাংশ সময় সাজঘরেই বসিয়ে রাখা হয় দেশের অন্যতম সেরা এবং অভিজ্ঞ স্পিনারকে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে প্রশংসায় ভরিয়ে গম্ভীর-শুভমনকে বার্তা দিলেন কুলদীপ। এক সাক্ষাৎকারে রোহিতকে নিজের আদর্শ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও কুলদীপকে খেলাননি গম্ভীর। এক দিনের সিরিজে একটি ম্যাচে সুযোগ দেন। পরে টেস্ট সিরিজের দল থেকেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) বাঁহাতি স্পিনারকে দেশে ফিরে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরামর্শ দেয়। এখন উত্তরপ্রদেশের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে খেলছেন। তার মাঝেই 'ক্রিকইনফো'



ওয়েবসাইটকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কুলদীপ। অধিনায়ক রোহিতের প্রশংসা করে কুলদীপ বলেছেন, ''আমার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। শুধু সাম্প্রতিক সময়ের কথা বলছি না। যখন চোটের জন্য খেলতে পারছিলাম না বা বোলিংয়ে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছিলাম, তখনও নিয়মিত আমায় উৎসাহ দিত। নানা পরামর্শ দিত। ২০২১ সালে চোট সারার পর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে গিয়েছিলাম। রোহিত ভাই এনসিএতে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমায় বলেন, 'জানি না তুমি কী করে করবে। কোচের সাহায্য নাও। তোমার বলে আরও গতি প্রয়োজন। এই পরিবর্তনটা তোমায় করতেই হবে।' আমার সাফল্যে রোহিত ভাইয়ের প্রচুর অবদান রয়েছে। ভাল পারফর্ম করলে সব সময় প্রশংসা করত। যাতে নিজের সেরাটা দিতে পারি, তার জন্য উৎসাহিত করত। রোহিত ভাই আমায় কতটা ভালবাসে, বলে বোঝাতে পারব না।'' ওয়ার্নের সঙ্গে সম্পর্কের কথাও বলেছেন কুলদীপ। ২০১৭ সালে দু'জনের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন অনিল কুম্বলে। ওয়ার্নের মৃত্যুতে মানসিক ধাক্কা পেয়েছিলেন কুলদীপ। তিনি বলেছেন, ''মোহালিতে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমরা টেস্ট খেলছিলাম। তার মধ্যে দুঃসংবাদটা পাই। মনে হয়েছিল, পরিবারের কাউকে হারালাম। আমাদের মধ্যে খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল। ওয়ার্নের অভাব ভীষণ অনুভব করি।''

জাদেজা-সিরাজকে ফের ছেঁটে প্রশ্নের মুখে গিল

প্রত্যাবর্তনের অঙ্ক ভুলে 'বিন্দাস' সামি

ক্রাইস্টচার্চ ও মুম্বই, ২৭ নভেম্বরঃ টেস্ট দলে অভিজ্ঞদের ব্রাত্য হওয়ার পালা অব্যাহত। ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে মহম্মদ সিরাজের পর বাদ পড়লেন রবীন্দ্র জাদেজাও। শুক্রবার হ্যাগলি ওভালে টস জিতে বোলিং নেন অধিনায়ক শুভমান গিল। ওয়েলিংটনের একাদশ থেকে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকে সরিয়ে টেস্ট অভিষেক হল ২৬ বছর বয়সি পেসার গুরনুর ব্রারের। ভারতের এই দল নির্বাচন ঘিরে প্রশ্ন তুলেছেন সুনীল গাভাসকর। অপরিবর্তিত নিউজিল্যান্ড। অন্যদিকে, লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানানো মহম্মদ সামি স্পষ্ট



বুঝিয়ে দিলেন, জাতীয় দলে ফেরার অঙ্ক আর কষছেন না তিনি। টসের পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে গাভাসকর বলেন, ''সবাই শুধু সিরাজকে নিয়েই কথা বলছে, কিন্তু জাদেজার কী হল? চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে ও ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে ওর স্পিন ভীষণ কার্যকর হত। নিষ্প্রাণ পিচেও বল ঘোরাতে পারে ও। সিরাজ এই চক্রে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি-দু'জনেরই দুর্ভাগ্য।'' তবে পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সংযোজন, ''একাদশ বা স্কোয়াড নিয়ে যাই আপত্তি থাকুক, দল বাছাই হয়ে গেলে সেটাই আপনার ও আমার ভারতীয় দল। আমি এই দলকে সমর্থন করছি এবং ওদের সাফল্যের প্রার্থনা করছি।'' প্রাক্তন কিউয়ি তারকা কেটি মার্টিনের মতে, হ্যাগলি ওভালের সবুজ পিচে সিরাজ না খেলায় স্বস্তিতে নিউজিল্যান্ডই। চলতি মাসের শুরুতে টেস্ট ছাড়া মহম্মদ সামি আপাতত ফুরফুরে মেজাজে। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর দেশের জার্সি গায়ে চাপাননি ৩৬ বছর বয়সি পেসার। বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়েতে রাজস্থানের কাছে হেরে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি থেকে বিদায় নিয়েছে বাংলা চার উইকেট (গড় ৪৩) পেয়েছেন সামি। এর আগে তিন রঞ্জি ম্যাচে ১৪ গড়ে ঝুলিতে ১৪ উইকেট। ২০২৭ ওয়ানডে বা ২০২৮ টি-২০ বিশ্বকাপ নিয়ে মুম্বইয়ে সামির সাফ জবাব, ''ওসব হিসেব কষা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন নিজের খেলায় মন দিচ্ছি। নির্বাচকরা যা ভাল বুঝবেন করবেন। আমার কাজ ছন্দে থেকে রাজ্য দল ও আইপিএলে খেলে যাওয়া।'' আগামী মাসে বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাছাই করা ম্যাচ খেলবেন পরের লক্ষ্য লখনউ ছেড়ে রাজস্থান রয়্যালসে যোগ দিয়ে আইপিএলে কাজের কাজটুকু করে দেখানো। টেস্ট ছাড়ার ব্যাখ্যায় সামি বলেন, ''শরীরে অতিরিক্ত চাপ নেওয়া ঠিক নয়। লাল বলে যখন মানুষ আমার দক্ষতা পছন্দ করছে না, তখন বিন্দাস সাদা বলের ক্রিকেট খেলব। অবসর নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই। কপালে যা লেখা থাকে, তাই মেলে।'' বাংলার তরুণদের অভিজ্ঞতা দিতে চান আশাবাদী মুস্তাক আলির প্রতিভারা আইপিএল নিলামেও সুযোগ পাবেন।

আইনি নোটিসে সম্পর্ক ভাঙার ইঙ্গিত!

আর্জেন্তিনা ফুটবল সংস্থার সঙ্গে বাণিজ্যিক বিচ্ছেদের পথে মেসি?

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ২৭ নভেম্বরঃ দুই দশকের সোনালি অধ্যায়ে কি এবার বাণিজ্যিক বিচ্ছেদের সুর? আর্জেন্তিনা ফুটবল সংস্থা এবং সভাপতি ক্লদিও তাপিয়াকে আইনি নোটিস পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছেন লিওনেল মেসি। গত ১৭ নভেম্বর কোস্টা রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ৭-০ গোলে জয়ের দিনকয়েক আগেই আর্জেন্তিনার সংবাদমাধ্যম 'ক্লারিন'-এর রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। বাণিজ্যিক স্বার্থে এএফএ যাতে আর তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করতে না পারে, সে জন্যই আইনজীবীদের 'সিজ অ্যান্ড ডেসিস্ট' চিঠি তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর চিন, মধ্যপ্রাচ্য ও আমেরিকার বাজারে আর্জেন্তিনা দলের আকাশছোঁয়া ব্র্যান্ড ভ্যালুর সুফল পেয়েছে দুই পক্ষই। কিন্তু এখন মেসি নিজেই স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড। সূত্রের খবর, দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত এএফএ-র ছায়া থেকে নিজের ভাবমূর্তি বাঁচাতেই এহেন পদক্ষেপ। ২০২৩ সাল থেকে সংস্থার বিপুল তহবিল তছরুপের অভিযোগে বুয়েনস আইরেসে তদন্ত চলছে তাপিয়া ও কর্তা পাবলো তোভিগিনোর বাড়ি এবং এএফএ দফতরে পুলিশি তল্লাশিও হয়েছে। মেসির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে গত এপ্রিলে। ২০২৫-এর অক্টোবরে মায়ামিতে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে (আর্জেন্তিনা ১-০ জিতেছিল) চুক্তি সত্ত্বেও মাঠে নামেননি মেসি, পরিবারের সঙ্গে বক্সে বসে খেলা দেখেন। চুক্তিভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে আয়োজক সংস্থা 'ভিআইডি মিউজিক গ্রুপ' এএফএ ও এজেন্ট জুলিয়ান মার্কেস কাপেলানের পাশাপাশি লিও-র নামেও মামলা ঠোকে। সংস্থার দোষে অযথা আইনি জটিলতায় জড়ানোই বিচ্ছেদের চূড়ান্ত কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানান মেসি। অক্টোবরে বুয়েনস আইরেসে



বেনিনের বিরুদ্ধে তাঁর বিদায়ী ম্যাচের ৬০ ডলারের টিকিট কালোবাজারে ৬০০ ডলার ছাড়িয়েছিল। কিন্তু নভেম্বরে উরুগুয়ে ও কোস্টা রিকার বিরুদ্ধে মেসিহীন আর্জেন্তিনার ম্যাচে গ্যালারি থাকল প্রায় ফাঁকা! চড়া টিকিটের দামে দর্শক না আসায় কোস্টা রিকা ম্যাচে বিরতির পর স্টেডিয়ামের গেট বিনামূল্যে খুলে দিতে বাধ্য হন আয়োজকরা। বিষয়টি ভাবাচ্ছে গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে। তাঁর কথায়, ''মানুষকে ফের এই জাতীয় দলের প্রেমে ফেলতে হবে। লিও নেই, মানুষ ওকে আরও দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু দিনশেষে এটা আর্জেন্তিনা দল, আমাদের সেই ভালবাসা দরকার।'' প্রাক্তন স্ট্রাইকার সের্জিও আগুয়েরোর মতে, অঙ্কটা সহজ-কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপ জয়ের পর সমর্থকরা এখন অনেকটাই নির্ভার, তার উপর মেসি না থাকায় মাঠে যাওয়ার আগ্রহ কমেছে। নতুন দলকে আপন করে নিতে একটু সময় লাগবে। মাঠের বাইরের অস্থিরতা সত্ত্বেও ২০৩০ সাল পর্যন্ত চুক্তি বাড়িয়েছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। ২০২৬ বিশ্বকাপে ফের ফাইনালে ওঠা এবং ইংল্যান্ড ও মিশরের বিরুদ্ধে ম্যাচগুলো নিয়ে গর্বিত ৪৮ বছর বয়সি কোচ। ২০৩০ বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক হলেও আগামী মার্চে দক্ষিণ আমেরিকার যোগ্যতা অর্জন পর্বে নামতে পারে আর্জেন্তিনা। নভেম্বরের ম্যাচে মাতিয়াস সুলে, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ান্নি ও ম্যাক্সিমো পেরোনের মতো তরুণদের বাজিয়ে দেখেছেন স্কালোনি। তবে সবচেয়ে উজ্জ্বল কোমোর ২২ বছর বয়সি মিডফিল্ডার নিকো পাজ-কোস্টা রিকার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেছেন তিনি। নভেম্বরে মেসির ১০ নম্বর জার্সি কাউকে দেওয়া হয়নি। তবে পাজের কাকা ফাবিয়ান পাজ এক রেডিও সাক্ষাৎকারে জানান, বিদায়ী ম্যাচের পর ড্রেসিংরুমের বাইরে নিকোর হাত ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন মেসির মা। বলেছিলেন, ''তুমিই আমার ছেলের উত্তরসূরি।'' মাঠের বাইরে বাণিজ্যিক বিচ্ছেদ ঘটলেও, আর্জেন্তিনার জার্সিতে মেসির ব্যাটন যে যোগ্য হাতেই উঠছে, ইঙ্গিত স্পষ্ট।

'ক্রিকেট-সর্বস্ব তকমা ঘুচবে কীভাবে? ভারতকে প্রশ্ন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বরঃ প্রশাসনিক ডামাডোল কিংবা ডোপিংয়ের কালো দাগ-অস্বস্তিকর প্রসঙ্গগুলি এড়িয়ে গিয়েছিল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি। তবু ২০৩৬ অলিম্পিক্স আয়োজনের দরবারে ভারতের সামনে মোক্ষম প্রশ্নটি ছুড়ে দিল আইওসি-র 'ফিউচার হোস্টস কমিশন'। জানতে চাইল, ক্রিকেট-সর্বস্ব একক খেলার দেশের তকমা ঝেড়ে ভারত কীভাবে বহুমুখী ক্রীড়া-রাষ্ট্রে বদলে যাবে? একুশ শতকে মাত্র দু'টি সোনা, প্যারিস ২০২৪ অলিম্পিক্সে ছ'টি পদক-খেতাবসংখ্যা নয়, কমিশনের নজর ছিল ভারতের খেলার বৈচিত্র্য বাড়ানোর পরিকল্পনায়। বৃহস্পতিবার প্রাক্তন ক্রোয়েশীয় প্রেসিডেন্ট কলিন্দা গ্রাবার-কিতারোভিচের নেতৃত্বাধীন ন'সদস্যের কমিশনের সামনে প্রায় ২৫ মিনিটের ভার্চুয়াল প্রেজেন্টেশন দেয় ভারতের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল চলে আরও ২০ মিনিটের প্রশ্নোত্তর। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের নেতৃত্বাধীন দলে ছিলেন আইওসি সদস্য নীতা আম্বানি, গুজরাতের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংভি। প্রশ্নের জবাবে ঘরে উপস্থিত দুই তারকা পিটি ঊষা ও পিভি সিন্ধুকে সামনে রেখে রঘুরাম আইয়ার বলেন, ''আমাদের উত্তর ছিল, আমাদের পিটি ঊষা ও পিভি সিন্ধুর মতো নায়ক রয়েছেন, যাঁরা দেশে অ্যাথলেটিক্স ও ব্যাডমিন্টনে বিপ্লব আনতে মূল ভূমিকা নিয়েছেন। একবার নায়ক তৈরি হলে সমর্থক তৈরি হয় এবং মানুষ সেই খেলায় আসে।'' পাশাপাশি বিভিন্ন খেলায় নতুন লিগ গড়তে সব পক্ষের যৌথ উদ্যোগ ও তৃণমূল স্তরে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের ভূমিকাও তুলে ধরা হয়। বিশ্ব ডোপিং বিরোধী সংস্থার হিসেবে ডোপিং বিধিভঙ্গে ভারত শীর্ষে। কমিশন প্রশ্ন না তুললেও বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়নি নাডা এবং জাতীয় ডোপিং বিরোধী আইনের কড়াকড়ির কথা জানায়। আলোচনায় গুরুত্ব পায় প্যারালিম্পিক্স ও বিশেষভাবে সক্ষম ক্রীড়াবিদদের পরিকাঠামোও-যা শহরের সামগ্রিক যাতায়াত ব্যবস্থাকেও উন্নত করবে। বৈঠকের মূল অংশ জুড়ে ছিল পরিকাঠামো, অর্থসংস্থান ও ভেন্যু পরিকল্পনা। ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসকে অলিম্পিক্সের প্রস্তুতি মঞ্চ হিসেবে দেখছে ভারত। সে জন্য তৈরি ভেন্যুগুলিই কাজে লাগানো হবে। আমদাবাদ ও গান্ধীনগরকে কেন্দ্র করে সাতটি ক্লাস্টারে ভেন্যু মাস্টারপ্ল্যান সাজানো হয়েছে-মূল কেন্দ্র মোতেরার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভ ও প্রস্তাবিত অলিম্পিক ভিলেজ। নির্দিষ্ট কিছু ইভেন্টের জন্য মুম্বই, পুণে, ভোপাল ও গোয়ার পরিকাঠামো ব্যবহারের পরিকল্পনাও রয়েছে। ২০৩৬-এর দৌড়ে ভারতের প্রতিযোগী জার্মানি, হাঙ্গেরি, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্ক। ২০২৭-এর মার্চে সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে এক্সিকিউটিভ বোর্ড 'স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ'-এর তালিকা চূড়ান্ত করবে। এরপর সরেজমিন পরিদর্শন এবং ভেন্যু পরিকল্পনা, আর্থিক কৌশল ও অন্যান্য গ্যারান্টির চুলচেরা বিশ্লেষণ। ২০২৮-এর ডিসেম্বরে পছন্দের আয়োজকদের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা এবং ২০২৯-এর মাঝামাঝি আইওসি সদস্যদের ভোটাভুটিতে ঠিক হবে আয়োজক দেশ।

তেভেজের বিদায়ী ম্যাচে মেসির খেলা নিশ্চিত, রোনাল্ডোর কী খবর

নিজস্ব প্রতিবেদন

আর্জেন্টিনার জার্সিতে তাঁর ১১ বছরের ক্যারিয়ার। পেশাদার ফুটবলে কেটেছে ২০ বছর। বোকা জুনিয়র্স কিংবদন্তি তো বটেই ওয়েস্ট হাম, ম্যানচেস্টার সিটি ও জুভেন্তাসের জার্সিতেও মাত করেছেন। এমন একজন ফুটবলার পাঁচ বছর আগে পেশাদার ফুটবল ছেড়ে কোচিংয়ে নামলেও বাকি রয়ে গেছে একটা বিদায়ী ম্যাচ। কার্লোস তেভেজ এখন সেই বিদায়ী ম্যাচেরই অপেক্ষায়। সেটার দিন-তারিখ ঠিক হয়েছে আগেই। আগামী ২০ ডিসেম্বর বোকার মাঠ লা বোমবোনেরো স্টেডিয়ামে তেভেজের এই বিদায়ী ম্যাচটি খেলা হবে। কিছুদিন আগে গুঞ্জন উঠেছিল, মেসি এবং রোনাল্ডো দুজনেই উপস্থিত থাকবেন এই ম্যাচে। গতকাল মেসির উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে ম্যাচটির আয়োজক কর্তৃপক্ষ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টে তাঁরা খবরটি নিশ্চিত করেন। পোস্টটিতে লেখা হয়, 'লিও মেসি, লা বোমবোনেরা তোমার অপেক্ষায়!' ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর এ ম্যাচে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা এখনো আলোচিত হচ্ছে। ব্যাপারটি এখনো নিশ্চিত না হলেও টিওয়াইসি স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডোকে যুক্ত করার ইচ্ছাটা একটু অন্যভাবে জানিয়েছেন তেভেজ। যেসব তারকাকে সঙ্গে নিয়ে বিদায়ী ম্যাচটি খেলবেন, তাঁদের মধ্য থেকে সেরা একাদশ বেছে নিতে গিয়ে 'এল অ্যাপাচি' বলেন, ''কল্পনায় দেখছি, ক্রিস্টিয়ানো আর মেসি 'ফ্লাকো' শিয়াভিকে কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।'' আর্জেন্টিনা দলে মেসি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে রোনাল্ডো সতীর্থ



ছিলেন তেভেজের। পর্তুগিজ কিংবদন্তিকে খেলতে রাজি করাতে পারলে প্রথমবারের মতো তাঁকে মেসির সঙ্গে একই দলে খেলতে দেখা যাবে। তবে তেভেজের খেলোয়াড় তালিকায় ফুটবলের বাইরের একজন আছেন। আর্জেন্টিনার ফর্মুলা ওয়ান চালক ফ্রাঙ্কো কোলাপিন্তো। তেভেজের ভাষায়, ''ফ্রাঙ্কো কোলাপিন্তো স্ট্রাইকার হিসেবে খেলতে চায়।'' গত অক্টোবরে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্ট্রাইকার রিও ফার্ডিনান্ডকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হুয়ান রোমান রিকেলমের খেলা নিশ্চিত করেন ৪২ বছর বয়সী তেভেজ। থাকছেন ইউএস ওপেনজয়ী হুয়ান মার্টিন দেল পোত্রোও। তেভেজের বিদায়ী এই ম্যাচের অফিশিয়াল নাম 'দ্য লাস্ট ড্যান্স'। তেভেজ নিজে যাঁদের খেলা নিশ্চিত করেছেন-হুয়ান রোমান রিকেলমে, গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা, মার্টিন পালের্মো, সের্হিও আগুয়েরো, জিয়ানলুইজি বুফন, আরতুরো ভিদাল, প্যাট্রিক এভরা ও রিও ফার্ডিনান্ড। আসলে এ ম্যাচে একত্র হবেন সেসব ফুটবলার, যাঁরা তেভেজের ক্যারিয়ারে নানা অধ্যায়ের সঙ্গী ছিলেন। তেভেজ জানান, ক্যারিয়ারে একসময়ের সব সঙ্গীকে তিনি নিজের এলাকা ও আর্জেন্টিনার রীতিনীতি দেখাতে চান। তাঁর ভাষায়, ''১৮ তারিখে আমি তাঁদের এলাকায় নিয়ে যাব, ফুয়ের্তে অ্যাপাচেতে ফুটবল খেলব। ১৯ তারিখে, একটি খামারবাড়িতে তাঁদের জন্য আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যবাহী আয়োজন করব-মাতে (একধরনের পানীয়) পান করব, ওয়াইন খাব এবং আসাদো আ লা এস্তাকা (কাঠের খুঁটিতে ঝলসানো মাংস) খাব যাতে তাঁরা জানতে পারে আমি কোথা থেকে এসেছি, কারণ অনেকেই আর্জেন্টিনা সম্পর্কে জানে না।'' ৩৮ বছর বয়সে ২০২২ সালের জুনে পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নেন তেভেজ। তবে এবার প্রাণের ক্লাব বোকার মাঠে দর্শকদের সামনে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেওয়ার সুযোগ পাবেন তিনি। অবসর নেওয়ার পর কোচিংয়ে নেমে তেভেজ এখনো সাফল্য পাননি। তবে খেলোয়াড় হিসেবে বেশ সফল। আর্জেন্টিনার হয়ে কিছু জিততে না পারলেও পদক আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের। প্রিমিয়ার লিগ, সিরি আ ও ক্লাব বিশ্বকাপও জিতেছেন। আর্জেন্টিনার হয়ে ৭৬ ম্যাচে তাঁর গোল ১৩টি।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com